ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতন গোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সুধাম নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **প্রবন্ধক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **প্রচ্ছদ/ডিটিপি** শ্রবণ ধারা ● **হিসাব রক্ষক** বিদ্যাধর দাস ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত ●

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা-৭০০০১৯, মোবাইলঃ ৯০৭৩৭৯১২৩৭,
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩

২০১৯ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৩ বর্ষ ▪ ২য় সংখ্যা ▪ মধুসূদন ৫৩৩ ▪ এপ্রিল ২০১৯

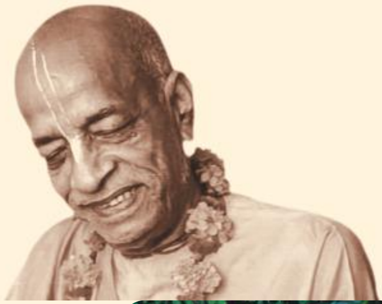

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী

বিষম পরিস্থিতি

আমরা এই জড় জগতে প্রত্যেকেই কিছু আনন্দ চাই কিন্তু সেই আনন্দ অনিত্য, অস্থায়ী। এটা আমাদের সুখী করতে পারে না। তাই আমরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে এই ভৌতিক জীবনকে স্তব্ধ করে ব্রহ্মে বিলীন হতে চাই। কিন্তু সেই জীবনও অনিত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপন আলয়ে অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে ফিরতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পূর্ণ জীবন নেই।

৭ প্রচ্ছদ কাহিনী

কিভাবে বৃন্দাবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়

শ্রীল প্রভুপাদ যিনি প্রকৃত বৃন্দাবনবাসী, তাঁর সেবা করে আপনি বৃন্দাবন প্রাপ্তি করতে পারেন।

প্রবন্ধ

১০ আদর্শ জীবন

গৃহে প্রত্যাবর্তন

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেবার মাধ্যমে, শ্রীল প্রভুপাদ থেকে আগত গুরুপরম্পরা ধারার সেবার মাধ্যমে আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রাপ্ত করতে পারি।

১৬ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান জানাতে চাইলেন কিভাবে মানুষ সহজে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে শান্তি পেতে পারে এবং বুঝতে পারে সমস্ত জীব, এমনকি বড় বড় দেবতারাও হচ্ছেন তাঁর অনুগত ভৃত্য।

২৩ কাহিনী

২০১৮ সালে TOVP-র সাফল্য

শ্রীল প্রভুপাদ সহাস্যবদনে বললেন, 'যদি তোমরা সকলে এই মন্দিরটি নির্মাণ কর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং এসে তোমাদের সকলকে ভগবৎধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।'

২৫ আচার্য বাণী

রামায়ণ কি বর্তমানে যুক্তিযুক্ত?

রামায়ণের নিত্য যৌক্তিকতা আমাদের চেতনাকে 'আমি' থেকে 'আমরা'তে সম্প্রসারিত করার শক্তিতে লুকিয়ে রয়েছে এবং মানুষ - মানুষ সম্বন্ধ থেকে মুহূর্তের মধ্যে এই 'আমরা'র সংজ্ঞা মানুষ-ভগবান সম্পর্কে প্রসারিত হয়।

২৯ পরিচয়

ব্রজধাম দর্শন

একদিন কৃষ্ণ সুবল সখার সঙ্গে এই স্থানে এসে বনের শোভা দর্শন করে সানন্দে বসেছিলেন। সেই সময় একটি সারী পাখি গাছের ডালে বসে মনের আনন্দে রাধিকার গুণগান করছিল। তার মুখে বারবার রাধা নাম শুনে কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বলিত হলেন। প্রেম বিহ্বল চিত্ত কৃষ্ণের শরীরে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি প্রকাশিত হলো।

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

দুঃখময় সংসারে থেকেও কিভাবে সুখী হওয়া যায়?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ

মতি বিরিয়ানী

১৪ ইসকন সমাচার

মরিশাসে নৌকা বিহার উৎসব পালিত

২০ ছোটদের আসর

তিন মুনির গল্প

৩১ ভক্তি কবিতা

প্রাণ কিসে শোভন?

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

সম্পাদকীয়

ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি এক বিনম্র আমন্ত্রণ

ভরত শান্তভাবে ওঠানামা করছিলেন, প্রায় ১৪ বছর অতিক্রান্ত তাই তিনি অধীর আগ্রহে ভগবান রামচন্দ্রের অযোধ্যায় আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তার পরম প্রিয় ভগবান যদি মুহূর্তের জন্যও বিলম্ব করেন তাহলে তিনি তার জীবন শেষ করে দেবেন।

তিনি ভগবান রামচন্দ্রের আগমনের প্রতীক্ষায় দীর্ঘ ১৪ বৎসর অপেক্ষা করেছিলেন যা তার কাছে কয়েক কোটি বৎসর মনে হয়েছে। ১৪ বৎসর পূর্বে ভরতের সেই সমস্ত সুযোগই বর্তমান ছিল যাতে করে তিনি অযোধ্যার একছত্র রাজা হয়ে অসীম প্রাচুর্য ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু ক্ষমতার লোভ, পদমর্যাদা, খ্যাতি কোন কিছুই তাকে আসক্ত করতে পারেনি, কারণ তিনি তাঁর চিত্ত তার প্রিয় ভ্রাতা ভগবান রামচন্দ্রকে অর্পণ করেছিলেন।

আজ ভাই ভাইয়ে পিতৃ সম্পত্তির অধিক অংশ পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে কলহ করে, ছেলে-মেয়েরা পিতার সম্পদ, পদমর্যাদা আত্মসাৎ করার জন্য বিভিন্ন অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে। দুই ভাই এক ছাদের নীচে বসবাস করে না। তাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য তাদের হৃদয়ে কোন স্থান নেই, তাই তারা তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রমে নিক্ষেপ করে। ভগবান রামচন্দ্র এবং ভ্রাতা ভরত আমাদেরকে আদর্শ পুত্র এবং ভ্রাতার শিক্ষা প্রদান করে। স্বার্থপরের মতো এই ভৌতিক জগতের বস্তু উপভোগ করার নাম সুখ নয়। সুখ হচ্ছে সেটি যেটি স্বার্থহীনভাবে পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে মধ্যে রেখে প্রিয়জনদের সঙ্গে বিনিময় করে ভোগ করা।

ভগবান রামচন্দ্রের রাজা হওয়ার কোন অভিলাষ ছিল না। তাই তিনি যখন জানতে পারলেন যে, মাতা কৈকেয়ী ভরতকে রাজা করতে চান তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু ভরত যখন জানতে পারলেন তিনি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন কারণ তিনি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ভগবান রামচন্দ্রকে রাজারূপে দর্শন করতে অভিলাষ করেছিলেন। রাম এবং ভরত উভয়েই উভয়ের শ্রেষ্ঠতা চেয়েছিলেন।

ভরত অযোধ্যার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার পর বনে গমন করেছিলেন যে, ভগবান রামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করে তাঁকে ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু রামচন্দ্র যখন ফিরতে অসম্মত হলেন তখন ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকা দুইখানি নিয়ে এসে সিংহাসনে স্থাপন করেন। অধিকাংশ সময়ে তিনি ঐ দুই পাদুকার নিকট ছত্র ধরে দন্ডায়মান থাকতেন এবং বাতাস করতেন। ভরত অযোধ্যায় বসবাস করেননি কিন্তু নিকটস্থ নন্দীগ্রামে এক সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন যাপনের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন। তিনি গাছের ছাল পরিধান করতেন। দীর্ঘজটা তৈরী হয়, কুশ ঘাস নির্মিত শয্যাতে শয়ন করতেন এবং গোমূত্রে পাক করা বার্লি ভক্ষণ করতেন। তিনি অযোধ্যার লালন পালনের ভার গ্রহণ করেছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিনিধি রূপে এবং উদ্বিগ্ন চিত্তে ভগবান রামচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তাই দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর যখন প্রায় অতিক্রান্ত, তাই প্রকৃত অর্থেই ভরত আজ অধীর।

ভগবান রামচন্দ্র, পরম পুরুষোত্তম, প্রত্যেকের অভিলাষকে শ্রদ্ধা করেন। তাই তাঁর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি হনুমানকে অযোধ্যায় প্রেরণ করেছিলেন এটি জানতে যে, ভরত অযোধ্যার রাজা হতে চায় না, প্রকৃতই তাঁকে অযোধ্যার রাজা হিসাবে দেখতে চান। ভরতের একান্ত অভিলাষের কথা অনুধাবন করে শ্রীরামচন্দ্র স্বেচ্ছায় তাঁর চৌদ্দ বৎসরের বনবাস সমাপ্ত করেন এবং অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে ভরতকে এবং সমগ্র অযোধ্যাবাসীকে অসীম আনন্দ প্রদান করেন।

বর্তমানে আমরা আমাদের জীবন থেকে ভগবান রামচন্দ্রকে বনবাসে প্রেরণ করেছি তাই এই রাম নবমীতে আসুন, আমরা সকলে ভগবান রামচন্দ্রকে আমাদের হৃদয় সিংহাসনে চির স্থাপন করার নিমিত্তে এক বিনম্র আমন্ত্রণ জানাই। এটি তখনই সম্ভব যখন আমরা সেবার ক্ষেত্রে ভরতের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো এবং নিঃস্বার্থ ও ঐকান্তিকভাবে ভগবানের সেবা করবো।

বিষম পরিস্থিতি

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

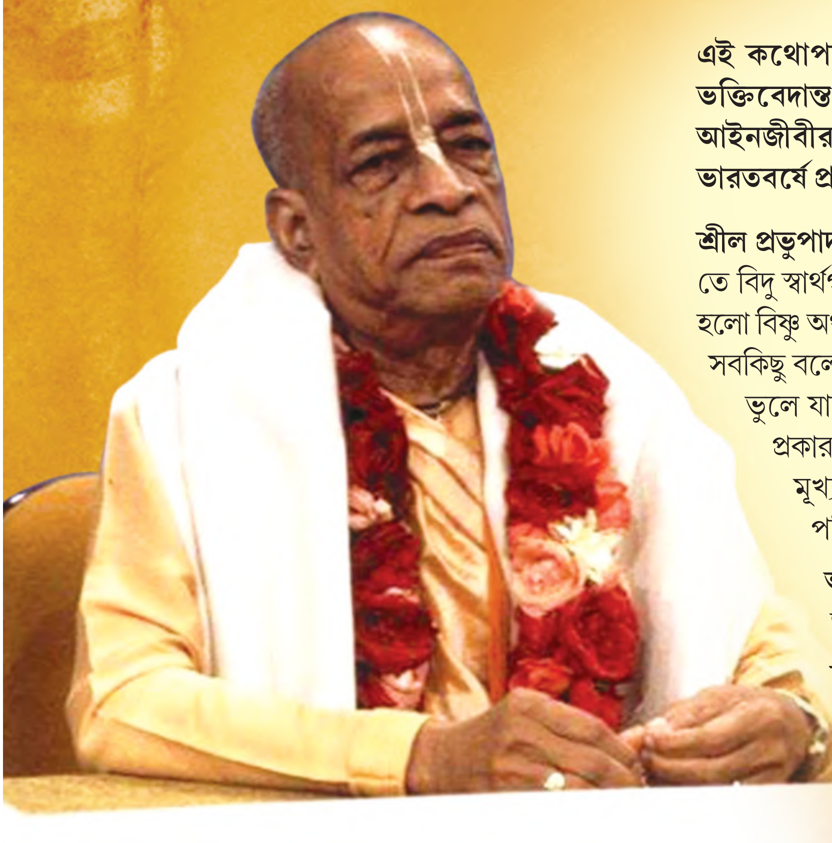

এই কথোপকথনটি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তার এক শিষ্য ও ভারতীয় আইনজীবীর মধ্যে ১৯৭৬ সালের আগষ্ট মাসে হায়দ্রাবাদ, ভারতবর্ষে প্রাতঃভ্রমণকালে সংঘটিত হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বর্তমান সময়ে প্রায় প্রত্যেকেই অন্ধকারাচ্ছন্ন, 'ন তে বিদু স্বার্থগতিঃ বিষ্ণুং'। তারা জানে না যে, জীবনের উদ্দেশ্যই হলো বিষ্ণু অথবা কৃষ্ণকে জানা। অজ্ঞানতায় তারা এই জড় জীবনকে সবকিছু বলে মেনে নিচ্ছে, কিন্তু তারা এই জন্ম-মৃত্যুর সমস্যাকে ভুলে যাচ্ছে। এইটি হচ্ছে তাদের মুখ্য সমস্যা। তারা বিভিন্ন প্রকার সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা করছে কিন্তু এই মুখ্য সমস্যাটির সমাধানের জন্য তাদের কাছে কোন পরিকল্পনা নেই।

আইনজীবী ঃ এটি সম্ভব, তাহলে তো আমরা মৃত্যুকেও জয় করতে পারি?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অবশ্যই, আপনি হচ্ছেন চিন্ময় এবং

করে এবং একজন অপরাধীতে পরিণত হয়। আপনি একজন ভদ্রলোক, কিন্তু আপনি চাইলেই আপনি একজন অপরাধী বনে যেতে পারেন। এটি আপনার ওপর নির্ভর করে। যদি আপনি আইন ভঙ্গ করেন তাহলেই আপনি অপরাধী বনে যাবেন। যদি আপনি আইন ভঙ্গ না করেন তাহলে আপনি আইন সঙ্গত অবস্থাতেই থাকবেন। অনুরূপভাবে যেই আপনি ভগবানকে অস্বীকার করবেন এবং স্বাধীন হওয়ার প্রয়াস করবেন, আপন কর্ম শুরু করবেন, আর তৎক্ষণাৎ এই জড় জগতে পতিত হবেন। আবার পুনরায় যখন ভগবানের নিকট আত্মসমর্পন করবেন, আপনার কর্ম বন্ধ হবে। সুতরাং আপনার নিজ আলয় হচ্ছে চিন্ময় জগত। কিন্তু কর্মফল অনুযায়ী আপনি এই জড় জগতে প্রেরিত হয়েছেন। অতএব আপনাকে সংঘর্ষ করতে হবে ঠিক যেমন জল ছাড়া মাছ। যদি কোনভাবে কেউ একটি মাছকে জল থেকে বাইরে এনে মাটিতে রেখে দেয় তাহলে তার জীবন সংঘর্ষময় হয়ে উঠবে। এবং পুনরায় যদি তাকে জলে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে তার জীবন পুনরায় প্রকৃত অবস্থায় ফিরে যাবে।

আইনজীবী ঃ তাই পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াই কি আমাদের প্রকৃত অবস্থা?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অবশ্যই।

আইনজীবী ঃ এটি একটি রহস্য, আমরা কিরূপে চিন্ময় জীবন থেকে এই জীবনে এলাম?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ রহস্য আবার কি? একজনকে কিভাবে অপরাধিক ন্যায়ালয়ে আনা হলো এর মধ্যে কি কোন রহস্য আছে? কি সেই রহস্য?

ভক্ত ঃ এটি অতিসাধারণ। এটি আমাদের কর্মফল।

আইনজীবী ঃ কিন্তু কোথাও তো আমাদের শুরু আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ একজন অপরাধীর কোন আরম্ভ স্থল আছে কি? সে আইন ভঙ্গ করতে চায়, এবং সে তার প্রথম অপরাধ কর্ম করা বা না করা আপনার হাতে। আপনি আপনার জীবন এই ভৌতিক জগতে শুরু করতেও পারেন আবার বন্ধ করতে পারেন।

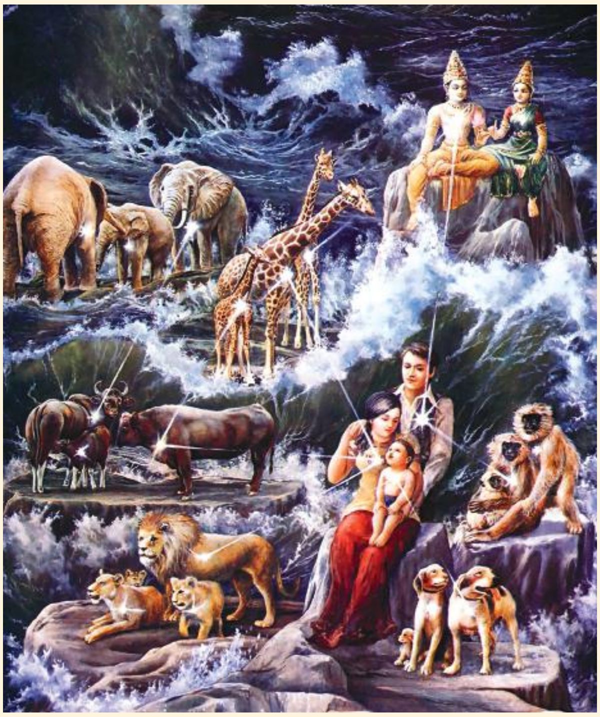

আইনজীবী ঃ কিন্তু আত্মা একবার যদি ভদ্রলোক হয় —

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আত্মা প্রকৃত অর্থেই একজন ভদ্রলোক।

আইনজীবী ঃ ঠিক আছে, কিন্তু আত্মা যদি একটি পশুরূপে জন্মগ্রহণ করে তাহলেও কি ভদ্রলোক হবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ অবশ্যই, প্রকৃতিগতভাবে সে একজন ভদ্রলোক, কিন্তু একজন অপরাধী কৃত্রিমভাবে হয়। সেইমাত্র...

আইনজীবী ঃ মনে করুন, আপনি মোক্ষপ্রাপ্ত হলেন। এটা কি আধ্যাত্মিক জগতে প্রত্যাগমন হলো?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মোক্ষ দুই প্রকার। প্রথম মোক্ষটি হলো নিরাকার ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া। কিন্তু সেখানে সে নিত্য অবস্থায় থাকতে পারে না। ব্রহ্মজ্যোতি আকাশের ন্যায়। আপনি আকাশের মধ্যে যেতে পারেন কিন্তু সেখানে থাকতে পারেন না। যদি আপনি আশ্রয়স্থল না পান তাহলে আপনাকে পুনরায় ফিরে আসতে হবে। আপনি একজন জীবাত্মা, আপনি ভোগ করতে চাইবেন, কিন্তু আকাশে আপনি কি উপভোগ করবেন? আপনার সমাজ প্রয়োজন, বন্ধু প্রয়োজন, ভালোবাসার মানুষ প্রয়োজন, কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিতে এগুলির একটিও বর্তমান নেই।

সুতরাং নির্বিশেষবাদীদের মোক্ষ অস্থায়ী। যদিও তারা মনে করে নিরাকার ব্রহ্মে বিলীন হয়ে তারা সুখে থাকবে কিন্তু সেখানে তারা সুখী নয়। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধো। যদিও তারা ওপরে নিরাকার ব্রহ্ম জ্যোতি পর্যন্ত গমন করে এবং সেখানে কোন আনন্দ (আধ্যাত্মিক আনন্দ) না থাকার জন্য তারা পুনরায় আনন্দের অন্বেষণে এই ভৌতিক জগতে ফিরে আসে। জীবাত্মার প্রকৃতি অনুযায়ী তারা আনন্দ চায় (আনন্দময়োহভ্যাসাৎ)। কিন্তু ব্রহ্মজ্যোতিতে আপনি কোন আনন্দ পাবেন না।

আইনজীবী ঃ ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়াই কি আনন্দময়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, এটি শাশ্বত অস্তিত্ব, কিন্তু কোন আনন্দ নেই। আপনি কি আনন্দ ছাড়াই শাশ্বত থাকতে পারেন? না, তাই আপনাকে এই ভৌতিক জগতে পুনরায় ফিরে আসতে হবে, কারণ এখানে আনন্দের মতো কিছু বস্তু বর্তমান যদিও এখানের আনন্দ অনিত্য। তাই যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি ভগবানের কাছে পৌঁছে তাঁর সঙ্গে নৃত্য করছেন, আপনাকে পুনঃ এই জগতে ফিরে আসতে হবে। কিন্তু নিরাকারবাদীরা অনুধাবন করতে পারে না যে, ভগবান কিভাবে সাকার হতে পারেন এবং তাদের মতো জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। কারণ তাদের এখানে মনুষ্য হয়ে জন্মগ্রহণ করার এক খারাপ অভিজ্ঞতা রয়েছে। তারা ভাবে পরম সর্বদাই নিখুঁত এবং নিরাকার হবে। তারা মায়াবাদী, মূর্খ, তারা বুদ্ধিমান নয়।

আমরা এই জড় জগতে প্রত্যেকেই কিছু আনন্দ চাই কিন্তু সেই আনন্দ অনিত্য, অস্থায়ী। এটা আমাদের সুখী করতে পারে না। তাই আমরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে এই ভৌতিক জীবনকে স্তব্ধ করে ব্রহ্মে বিলীন হতে চাই। কিন্তু সেই জীবনও অনিত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপন আলয়ে অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে ফিরতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পূর্ণ জীবন নেই।

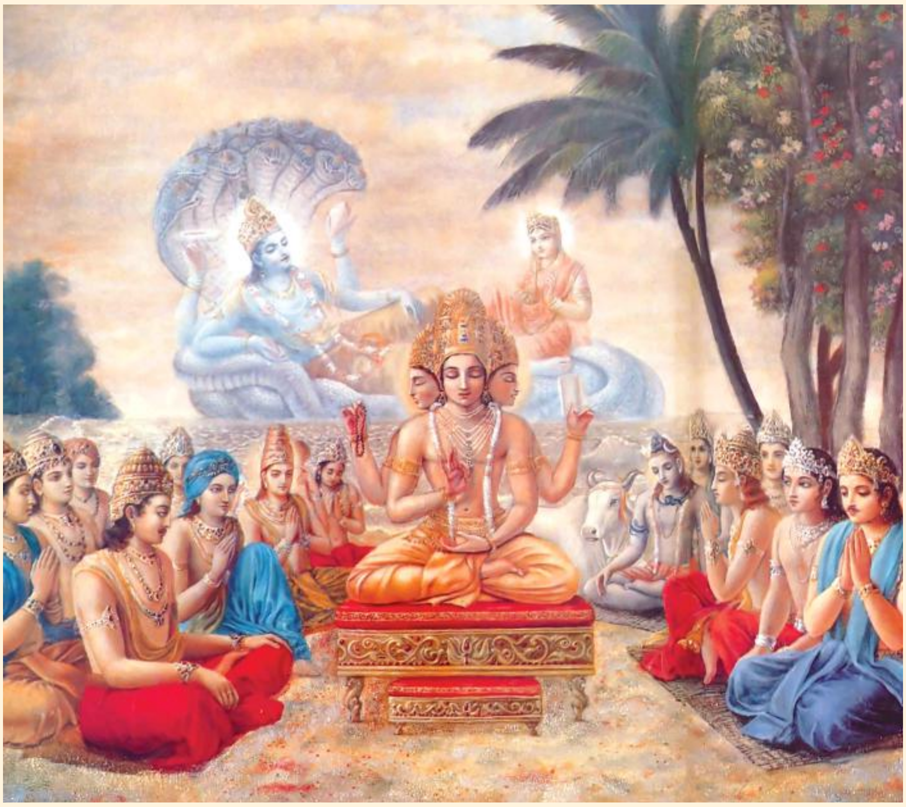

আইনজীবী ঃ কিন্তু কি সেই স্তর যখন আত্মার পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হয়?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ আমি এটি পূর্বেই ব্যাখ্যা করেছি ঃ আপনি বিলীন হতে পারেন না। আপনি সাধারণভাবে কল্পনা করতে পারেন যে, আপনি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। আপনি আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রবেশ করতে পারেন কিন্তু আনন্দ ছাড়া আপনি সেখানে অবস্থান করতে পারবেন না। তাই আপনাকে পুনরায় এই ভৌতিক জগতে ফিরে আসতে হবে। মনে করুন, আপনাকে এমন কোন জায়গাতে রাখা হলো যেখানে আপনি আইন অনুশীলন করতে পারবেন না। আপনি সেখানে কতদিন যাবৎ থাকতে পারবেন? আমি যদি বলি, 'অনুগ্রহ করে আইন অনুশীলন ছাড়াই আপনি এখানে সুখে থাকুন', কতদিন পর্যন্ত থাকতে পারবেন? আপনি কিছু কাজ চাইবেন, কিছু আনন্দ চাইবেন। এইটিই হচ্ছে আপনার প্রকৃতি।

সুতরাং আমরা এই জড় জগতে প্রত্যেকেই কিছু আনন্দ চাই কিন্তু সেই আনন্দ অনিত্য, অস্থায়ী। এটা আমাদের সুখী করতে পারে না। তাই আমরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে এই ভৌতিক জীবনকে স্তব্ধ করে ব্রহ্মে বিলীন হতে চাই। কিন্তু সেই জীবনও অনিত্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না আপন আলয়ে অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কাছে ফিরতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোন পূর্ণ জীবন নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন এবং পারমার্থিক লীলা প্রদর্শন করে পরমানন্দ লাভের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। তিনি রাখাল বালকদের সঙ্গে খেলাধুলো করেছেন, গোপবালিকাদের সঙ্গে নৃত্য করেছেন, তিনি দৈত্য নিধন করেছেন এবং আরও বহু লীলা করেছেন। এটি হচ্ছে আনন্দ, আপনাকে আমাদের কৃষ্ণগ্রন্থ অধ্যয়ন করতে হবে। (লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ওপর শ্রীল প্রভুপাদের রচিত সারমর্ম, ভারতবর্ষের সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক গ্রন্থ) শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমূহ সেখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা আছে। আমরা মানুষদেরকে শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞান বিতরণ করার প্রয়াস করছি। এখন এর সুযোগ নেওয়া তাদের ওপর নির্ভর করছে।

কিভাবে বৃন্দাবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করতে হয়

শ্রীমৎ কদম্ব কানন স্বামী

আমাদের অনুভব করতে হবে যে, বৃন্দাবন আমাদের নিবাস। বর্তমানে আপনি চেক রিপাবলিকে এবং আমি নিউ গোবর্ধনে, অস্ট্রেলিয়ায়। কিন্তু আমাদের এক অংশ সর্বদা বৃন্দাবনে রয়েছে, কারণ বৃন্দাবন আমাদের বাসস্থান। আমরা এখন ঘর থেকে বহু দূরে বিদেশে চেক অথবা অস্ট্রেলিয়ায় এবং যদিও কখনও কখনও বিদেশে ভাল লাগলেও বৃন্দাবনের মতো সন্তোষজনক কখনই হবে না বরং সর্বদা ঘরে ফেরার অভিলাষ থেকেই যায়। আমার পাসপোর্টে আমার বাসস্থানের নাম লেখা আছে বৃন্দাবন, আমি একে অত্যন্ত শুভ মনে করি এবং এর জন্য আনন্দিত। আশা রাখি যে, এটি আমাকে পবিত্র ভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। বৃন্দাবনে কোন মানুষ অথবা পশু যমুনার বালিতে আঁকা শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্নে কখনও পা ফেলে না। বটবৃক্ষের বৃহৎ শাখাগুলি

১) প্রথমে বৃন্দাবনের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং তারপর কিভাবে তার উন্নতি সাধন করা যায় তা দেখতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিপথের পাঁচটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন এগুলির মধ্যে যে কোন একটি যদি অল্প পরিমাণেও পালন করা হয় তা সেই ব্যক্তিকে ভগবৎ প্রেমের স্তরে উন্নীত করবে।

সাধু-সঙ্গ, নাম-কীর্তন, ভগবৎ-শ্রবণ, মথুরা-বাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।

প্রত্যেকের ভক্তসঙ্গ, ভগবৎ নাম কীর্তন, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ, মথুরা বাস এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীবিগ্রহের সেবা করা উচিত।

'মথুরা-বাস অর্থাৎ মথুরায় বা বৃন্দাবনে বাস করা।' সুতরাং আমাদের অবশ্যই বৃন্দাবনবাসী হতে হবে।

সেতুর ন্যায় যমুনার এপার থেকে ওপার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। সেই সেতুর উপর খেলা করতে করতে গোপবালকেরা বারংবার পারাপার করছে। এক স্থানে এর মধ্যে প্রাসাদের মতো বিশাল গর্ত। অন্যস্থানে পালঙ্কের মতো আরামপ্রদ শাখা। আবার অন্যস্থানে আঙ্গুরশাখা আবৃত ঝুলনার মতো শাখা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাসে সেই বটবৃক্ষ কিভাবেই না সহযোগিতা করেছিল?

— গোপাল চম্পু ১.৮৪-৮৫

কিভাবে আমি বৃন্দাবনকে বিস্মৃত হতে পারি?

২) বৃন্দাবন কেন এত আনন্দময় তার অপর স্মরণীয় কারণটি হলো এটি শ্রীকৃষ্ণের ধাম। শ্রীকৃষ্ণই বৃন্দাবনকে আনন্দময় করে তুলেছেন এবং তাঁকে ব্যতীত আমরা বৃন্দাবনের প্রতি উৎসাহিতই হতাম না। যখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ

করে মথুরায় গমন করেন তখন কতিপয় গোপবালক বৃন্দাবন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কারণ সেখানে তাদের জন্য কিছু অবশিষ্ট ছিল না।

৩) এই জগতের পার্থিব বৃন্দাবন অথবা ভৌম বৃন্দাবন চিন্ময় জগত থেকে অভিন্ন। যেহেতু এটি যোগমায়ার একটি আবরণ দ্বারা আবৃত তাই এটিকে উত্তর ভারতের একটি সাধারণ মন্দির বেষ্টিত গ্রাম বলে ভ্রম হয়। তথাপি এর চিন্ময় প্রকৃতি আবরণের মধ্যে থেকেও উজ্জ্বল প্রভার ন্যায় প্রকাশ পায়। যদিও আমরা প্রকৃতপক্ষে ধামকে তার পরিপূর্ণ চিন্ময় গরিমায় দর্শন করতে অক্ষম তথাপি যতটুকু আমরা উপলব্ধি করি তাও অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন যে, কেউ বৃন্দাবনের টিকিট সহজে কিনতে পারে না। বৃন্দাবন শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই প্রকাশিত হয়। আমরা উত্তর ভারতে দিল্লীর দক্ষিণে সেই স্থানটি দর্শন করেছি, তথাপি একটি প্রশ্ন মনে আসে, প্রকৃতপক্ষে আমরা যদি বৃন্দাবনে গমন করে থাকি আমরা কখনোই তা বিস্মৃত হব না।

'গো-দোহনের সময় উপস্থিত হয়েছে দেখে কৃষ্ণ এবং গোপগণ গাভীদের রত্নখচিত গোয়ালঘরে নিয়ে আসেন। গোয়ালঘরটি কল্পবৃক্ষ এবং পদ্ম দ্বারা বেষ্টিত।'

— গোপাল চম্পু ১.৭৪, শ্রীল জীব গোস্বামী

'যখন কৃষ্ণ বংশীবাদন করছেন না, যমুনার জল তখন গলিত নীলার মতো বাহিত হচ্ছে। যখন কৃষ্ণ তাঁর বংশীবাদন করছেন, যমুনা তখন পরম আনন্দে স্তব্ধ হয়ে নীলা নির্মিত পথের রূপ ধারণ করে। এ হেন জল এবং স্থল দুই রূপেই যমুনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন।'

— গোপাল চম্পু ১.৮০, শ্রীল জীব গোস্বামী

৪) শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্যে মধ্বাচার্য মথুরাকে চিন্ময় চেতনার স্তর রূপে বর্ণনা করেছেন। এটি ঘটনাতে যদি কেউ প্রকৃতই বৃন্দাবনে প্রবেশ করতে চায় তাহলে আমাদের একে অভ্যন্তর থেকে উপলব্ধি করতে হবে। একজন শারীরিকভাবে বৃন্দাবনে (উত্তর ভারত) প্রবেশ করলেও অভ্যন্তরীণভাবে সে প্রকৃতপক্ষে বৃন্দাবনে প্রবেশ নাও করতে পারে। বৃন্দাবনে অভ্যন্তরীণভাবে প্রবেশ করার জন্য অবশ্যই সেবা মনোভাব নিয়ে প্রবেশ করতে হবে। এই প্রকার সেবামূলক ভক্তি অবশ্যই কোন প্রবীণ, উন্নত বৈষ্ণবের তত্ত্বাবধানে সম্পাদন করতে হবে। প্রকৃত মথুরা বাস করার জন্য ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের উন্নতি করেই বৃন্দাবনের সঙ্গে আমাদের অন্তর্নিহিত সম্বন্ধের উন্নতি সাধন করা সম্ভব।

৫) দিব্য নাম জপ, বৈষ্ণব আচার্যগণের ভজন কীর্তন, বৈষ্ণব সেবা, চিন্ময় চিত্র দেওয়ালে স্থাপন যাকে শ্রীল প্রভুপাদ চিন্ময় জগতের জানালা রূপে অভিহিত করেছেন ইত্যাদি ভক্তিমূলক ক্রিয়ার মাধ্যমে আপনারা আপনাদের গৃহকে বৃন্দাবনে পরিণত করতে পারেন। গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত আনয়ন করে পঠন-পাঠন করুন। অন্তরে দৈন্যভাব নিয়ে নিরন্তর দিব্য নাম জপ করে আপনার হৃদয়কে বৃন্দাবনে রূপান্তরিত করুন। শ্রীল প্রভুপাদ যিনি প্রকৃত বৃন্দাবনবাসী, তাঁর সেবা করে আপনি বৃন্দাবন প্রাপ্তি করতে পারেন। ভগবানের মন্দিরে ধৈর্য ধরে ভক্তিমূলক সেবার মাধ্যমেও বৃন্দাবন প্রাপ্তি হয়। স্বীকৃত পারমার্থিক গুরুর কৃপাতে আপনার বৃন্দাবন প্রাপ্তি হওয়া সম্ভব।

প্রশ্ন ১। দুঃখময় সংসারে থেকেও কিভাবে সুখী হওয়া যায়? *—সুখেন্দু মহাপাত্র, পূর্বমেদিনীপুর*

উত্তর ঃ একসময় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবকে প্রশ্ন করেন, হে পিতামহ, লোকে সাংসারিক ভারে নিতান্ত কষ্ট পাচ্ছে, কি উপায়ে লোকে দুঃখময় সংসার অতিক্রম করে থাকে? আপনি দয়া করে বলুন। তখন পিতামহ ভীষ্ম কতগুলি পদ্ধতি বলেছিলেন, যারা সেই পদ্ধতি অনুশীলন করবে তারাই সুখী হবে।

১) দম্ভ অহংকার ত্যাগ। রূপ-গুণ-টাকা-ক্ষমতা-শিক্ষা-উচ্চজাতি প্রভৃতি থাকলেও তাতে গর্বিত থাকা চলে না।
২) কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ সংযত রাখতে হয়। অন্যথায় দুঃখ আসবে।
৩) লোকের কটূবাক্য সহ্য করতে হয়। সহনশীলতাই মনকে রক্ষা করে।
৪) প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে নেই। কেউ আমার ক্ষতি করেছে, আমিও তার ক্ষতি করব। এটি অসুখের কারণ।
৫) অতিথি সৎকার করবেন। যারা অতিথিকে অবজ্ঞা করে তারা সুখী থাকে না।
৬) ভক্ত ও ভগবানের কথা নিয়মিত শ্রবণ করতে হয়। গীতা-ভাগবত কথায় হৃদয় নির্মল হয়, প্রসন্ন হয়।
৭) পিতা-মাতার সেবাযত্ন করবেন। তার ফলে জীবনের মঙ্গলকর পথে এগিয়ে যাবার আশীর্বাদ পাওয়া যায়।
৮) অন্যের পরিস্থিতিকে নিজের পরিস্থিতি বলে মনে করবেন। তা হলে সহানুভূতি নামক সুন্দর গুণ কাজ করবে।
৯) দিনের বেলায় ঘুমাবেন না, রাত্রে ভালোমতো বিশ্রাম নিন। তাহলে শরীর ও মন ভালো থাকবে।
১০) কারও অন্তরে ভয় বা উদ্বেগ দেবেন না। নিজেকে কারও উদ্বেগের কারণ করবেন না।
১১) কারও থেকে আপনিও ভয়ভীত হবেন না। কারণ সৃষ্টিতে কেউ পরম নিয়ন্তা নেই। ভয় আনন্দ নষ্ট করে।
১২) পরের সুখ সম্পদ দেখে সন্তপ্ত হবেন না। অন্যের ক্ষতি হোক এরকম চিন্তা করবেন না।
১৩) মান্য ব্যক্তিকে যথোচিত সম্মান করবেন। যারা অন্যকে সম্মান দিতে শেখে না, তারাও প্রতিপদে হেয় হয়ে থাকে।
১৪) সৎসন্তান প্রার্থীদেরকে পূর্বপুরুষ, দেবদেবী বা শ্রীভগবানের কাছে প্রার্থনা ও পূজা নিবেদন করতে হয়। সৎ সন্তান উৎপাদনের নিমিত্তই স্ত্রী সহবাস করবেন।
১৫) জন্ম থেকেই মাদক ও আমিষের প্রতি সবিশেষ অনাদর করতে শিখতে হয়। এটি দুঃখময় সংসার উত্তরণের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। মদ্যপায়ী ও আমিষভোজী মানুষ সাধুসঙ্গক্রমে তামসিক ও রাজসিক জীবন বাদ দিয়ে সাত্ত্বিক জীবনযাপনে আসীন হয়েছেন, সেটিও তাদের নতুন জন্ম বুঝতে হবে।
১৬) বাক্য প্রয়োগ করবেন সত্য কথা বলার জন্য। আবোল-তাবোল অজস্র কথা বলবেন না।
১৭) সৎকার্যে অর্থ ব্যয় করবেন। পরিবারাদি ভরণপোষণ এবং কৃষ্ণভক্তি প্রচার কল্পে অর্থ ব্যয় করবেন।
১৮) কোনও কর্মে আপনি অভিযুক্ত হবেন না। কপট হবেন না। এমন কর্ম করুন যাতে সব লোক আপনাকে হিতাকাঙ্ক্ষী বলে দৃঢ় বিশ্বাস করতে পারে।

এই ধরনের গুণান্বিত ব্যক্তি দুস্তর সংসার দুঃখ অতিক্রম করতে সমর্থ হন। (মহাভারত শান্তিপর্ব ১১০ অধ্যায়)

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রায়ই একটি কথা বলতেন, একান্তভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করো, তা হলেই সুখী হবে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

শ্রীল ব্যাসদেব বলছেন এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রটি হৃদয়ের সমস্ত কলুষ দূর করবে।

প্রশ্নোত্তরে ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

গৃহে প্রত্যাবর্তন

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

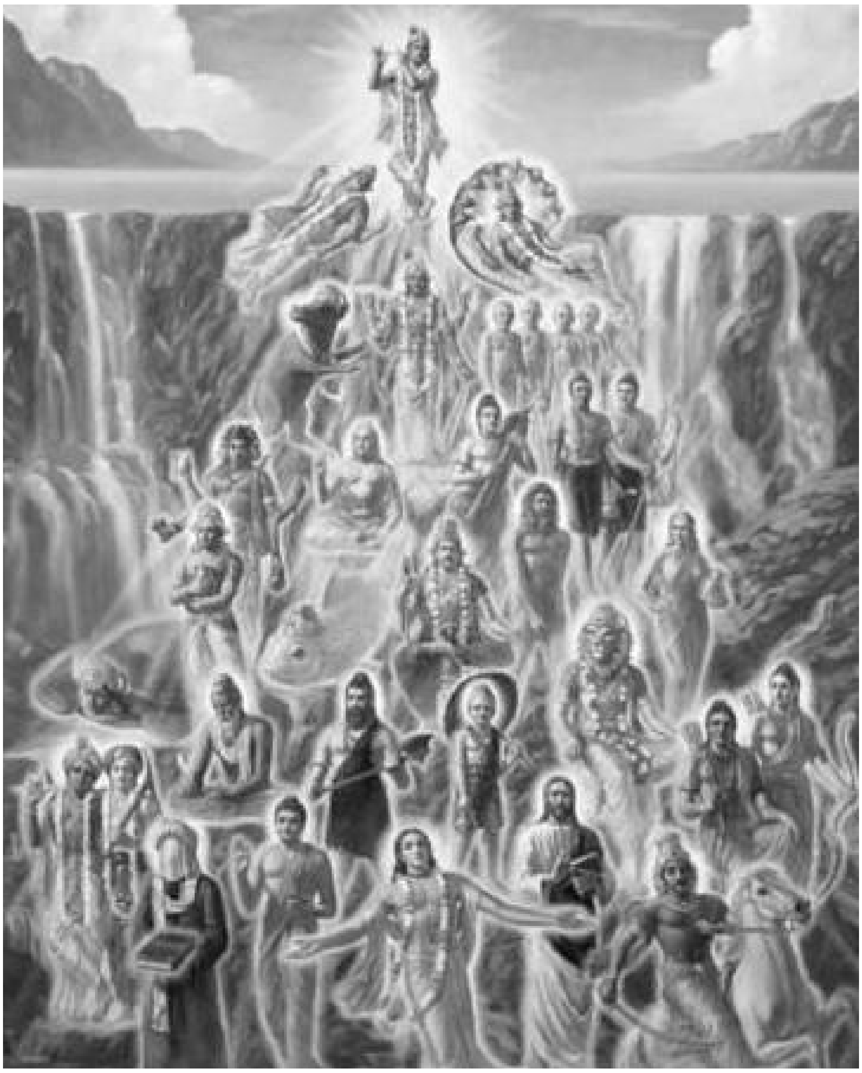

একে দেখা যায় না, স্পর্শ করা যায় না, অনুভব করা যায় না কিন্তু এর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। ঠিক সুনামীর তরঙ্গের ন্যায়, এর কোন আবেগ নেই, এটি প্রবেশ করে এবং সমস্ত কিছুকে গ্রাস করে। মহৎ এবং শক্তিমান, দরিদ্র এবং বিনম্র, স্ত্রী এবং পুরুষ এই জগতের প্রত্যেককে এর কাছে অবনত হতে হবে এবং এর বিধানের কাছে সমর্পণ করতে হবে। সময় হচ্ছে নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান, যাকে স্তব্ধ করাও যায় না, আবার জয় করাও যায় না। সময়ের শক্তি অপ্রতিরোধ্য এবং সর্ব সময়ের জন্য তাই থাকবে। সময় সবকিছুকে ধ্বংস করে। সময় এটা নির্ধারণ করে এই পৃথিবীতে কোনকিছুই চিরন্তন নয়, সমস্ত কিছুই অস্থায়ী। এই কারণেই পন্ডিতেরা, দার্শনিকগণ এবং পরমজ্ঞানী ঋষিগণ যুগে যুগে মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যে, তাদের জড় জাগতিক অস্থায়ী ভোগলিপ্সাগুলিকে বিশোধন করে সেই সমস্ত বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত করতে যেগুলি নিত্য এবং স্থায়ী। যুধিষ্ঠির, প্রাচীনকালের এক নৃপতি যিনি পাঁচহাজার বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিলেন, একদা তিনি উক্তি করেছিলেন এই পৃথিবীতে এটি অত্যন্ত বিস্ময়কর, লোকেরা প্রত্যেক মুহূর্তে অপরকে মৃত্যুগতি প্রাপ্ত হতে দেখছে কিন্তু তারা কখনোই চিন্তাই করে না যে, একদিন তাদেরও এই মৃত্যু হবে।

বাস্তব বদ্ধ সংস্কার

মনে করুন, আমাদেরকে একটি বিলাসবহুল গাড়ি উপহার দেওয়া হয়েছে যাতে একটি বিস্ফোটক লাগালো আছে এবং যার বিস্ফোরণের সময় অজানা। আমাদের মধ্যে কতজন এই আত্মঘাতী গাড়ীটির আনন্দ অনুভবের জন্য মালিকানা চাইবেন? অবিসংবিদিত প্রতিক্রিয়া হবে, 'কোন সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ এর দিকে ফিরেও তাকাবে না।'

দুর্ভাগ্য কারণে আমরা প্রত্যেকেই এরকম একটি গাড়ির মালিক এমনকি এর দ্বারা আমরা দেহগত সংস্কারেও আচ্ছন্ন। আমরা এটিকে আমাদের অতি প্রিয় বস্তু জ্ঞানে প্রদর্শনের

জন্য অত্যুৎসাহী হয়ে পড়ি। অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রমাণ এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের নিদান নিশ্চিত করে যে, একদিন আমাদের এই দেহ ধ্বংস হবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে তবুও আমরা এর ঊর্ধ্বে কিছু দেখতে সক্ষম নই। যদিও আমরা দেখতে পাই যে, এই পৃথিবীতে জীবন সমুদ্রে ওঠা বুদবুদের ন্যায় অস্থায়ী তবুও আমরা কোন না কোনভাবে এটাকে অস্বীকার করি। ঠিক উটপাখীর ন্যায় যে বিপদ আসন্ন দেখে নিজের মাথা মাটির ভেতর ঢুকিয়ে নেয়, আমরাও ঠিক এই রকম কোন আলোচনা করি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি এই ভেবে যে, আমাদের জীবনের বুদবুদ কখনো বিস্ফোরিত হবে না।

আমরা আমাদের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিস্তারিত ভবিষ্যত পরিকল্পনা করি। সম্পদ লাভের জন্য অধিক সময় ব্যয় করি, যৌন জীবনের প্রতি প্রলুব্ধ হই এবং সমাজে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করি। কঠোর পরিশ্রম করুন, খুব ভোগ করুন — এটি মনে হয় আধুনিক আস্ফালন। ঠিক যেমন পলকা বাতাসের ধাক্কাতে তাসের ঘর ভেঙ্গে পড়ে। তেমনই শক্তিমান সময় আমাদের স্বপ্ন এবং জড় অভিলাষকে স্তব্ধ করে দেয়। ভগবদ্গীতা (২। ১৮) এটিকে পুষ্টি প্রদান করে ঃ 'অবিনাশী, অপরিমেয় ও শাশ্বত আত্মার জড়দেহ নিঃসন্দেহে বিনাশশীল।'

শাশ্বত আত্মা

ঠিক গাড়ী যেমন ড্রাইভার সিটে বসে চালাতে শুরু করলেই চলে অনুরূপ ভাবে আত্মা দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই দেহ সচল হয়। যখন ড্রাইভার গাড়ী ত্যাগ করে গাড়ীর গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে আত্মা শরীর ত্যাগ করে তখন শরীর অচল হয় এবং মৃতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বর ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন যাঁরা যথার্থই পণ্ডিত তারা কখনই জীবিত অথবা মৃত কারোর জন্যই শোক করেন না (গীতা ২। ১১)। ভগবদ্গীতায় (২। ২০-২৫) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মার গুণাবলী ব্যাখ্যা করেছেন। এই আত্মার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই, আত্মা জন্ম রহিত, শাশ্বত, চিরস্থায়ী, অক্ষয়, সর্বব্যাপ্ত, অচল, অপরিবর্তনীয় ও সনাতন।

আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সেবার মাধ্যমে, শ্রীল প্রভুপাদ থেকে আগত গুরুপরম্পরা ধারার সেবার মাধ্যমে আমরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা প্রাপ্ত করতে পারি।

উপরোক্ত এই ব্যাখ্যা আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করার সংকেত বলে মনে করা উচিত। যেহেতু আত্মা শাশ্বত, এর কখনো ধ্বংস হয় না, তাই এই শাশ্বত আত্মার সুরক্ষার জন্য আমাদের শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করা উচিত। বৈদিক শাস্ত্র আমাদেরকে বলে যে, একদা আমরা সুখে চিন্ময় জগতে বাস করছিলাম কিন্তু যখন নষ্ট হয়ে যাওয়া শিশুর মতো ভগবান এবং তাঁর পার্ষদদের দিব্য সঙ্গ লাভ করতে অস্বীকার করলাম তখনই আমাদেরকে এই সংশোধনাগারে, এই জড় জগতে পাঠানো হলো। এই জড় জগতেও কারাগার আছে যেখানে কয়েদীদের সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হয়। আমরাও আমাদের পূর্বকৃত পাপকর্মের জন্য এখানে বন্দী, কিন্তু এখন আমাদের কাছে একটি সুযোগ আছে যে, নিজেদেরকে সংশোধন করে পুনরায় ভগবৎধামে নিজের জায়গা নিশ্চিত করা। কৃষ্ণ পরম পুরুষোত্তম ভগবান, তিনি জড় জগতের কারাকর্তাদের ন্যায় নির্মম নন। তিনি আমাদের পারমার্থিক পিতা, যিনি আমাদের প্রতি করুণা বর্ষণের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হয়ে আছেন। তিনি অধীর ভাবে চান যে, আমরা সংশোধিত হয়ে পুনরায় তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করি।

আত্মার যাত্রা

যেমন বিশুদ্ধ বর্ষণবারি ভূমি স্পর্শ করার পর কলুষিত হয়, অনুরূপভাবে আত্মা যা গুণগতভাবে শুদ্ধ, কিন্তু যখন তা এই জড় জগতে প্রবেশ করে তখন কলুষিত হয়ে পড়ে। আত্মার সূক্ষ্ম আবরণ মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এর গন্তব্য নির্ধারণ করে। মানব রূপী দেহতে আত্মার এই সুযোগ আছে যে, ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে শুদ্ধতা লাভ করা। এই শুদ্ধিকরণ হচ্ছে সূক্ষ্ম আবরণকে বিতাড়িত করা যা তাকে পরমধামে প্রত্যাবর্তনের গুণাবলী প্রদান করবে।

আমরা যদি মনুষ্য জন্মলাভের সুযোগ গ্রহণ না করে নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তিতে লিপ্ত থাকি তাহলে আমাদেরকে এই জড় জগতেই থাকতে হবে। বর্তমান জীবনে কর্ম এবং লিপ্সা অনুযায়ী আত্মা দেহপ্রাপ্ত হয়। যদি কেউ ঊর্ধ্বলোক বা অধঃলোকেও গমন করে, ভৌতিক জগতের দুঃখ যন্ত্রণা যথা জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি সর্বদাই তাকে বিব্রত করবে।

পরমধামে প্রত্যাবর্তন

আত্মা এই জড় জগতে ব্যাধিগ্রস্ত অবস্থায় আছে। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে চিত্তের সমস্ত সঞ্চিত পাপকে দুরীভূত করা। ভগবান করুণাময়। তাই আমাদের মতো পতিত জীবকে উদ্ধার করার দায়ভার গ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ং এই পৃথিবীতে কখনো ভগবান কৃষ্ণরূপে, কখনো ভগবান রামচন্দ্র রূপে, কখনো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে আবির্ভূত হন বা তাঁর বিশ্বস্ত প্রতিনিধি যেমন নারদমুনি, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য বা এই আধুনিক যুগে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, শ্রীল প্রভুপাদ গণকে প্রেরণ করেন যাতে করে আমাদেরকে পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করে তাঁর পরমধামে প্রত্যাবর্তন করান। আধ্যাত্মিক শাস্ত্র যেমন ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি ভাগবত কেন্দ্রিক জীবনের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করে। আত্মজ্ঞানী আধ্যাত্মিক আচার্যদেবরা এই সমস্ত শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত বাণীগুলিকে অনুধাবন করতে আমাদেরকে সহায়তা করেন।

বর্তমান সময়, যে সময়ে আমরা বসবাস করছি এটিকে কলিযুগ বলে, এই যুগটি হচ্ছে পতিত যুগ। কিন্তু এই যুগের একটি বড় আশীর্বাদ হলো এই যে, অতি সরল এবং চরম কার্যকরী এক পদ্ধতির সাহায্যে যে কেউ নিজেকে চরম পতিত অবস্থা থেকে উন্নীত করতে পারে। পদ্ধতিটি হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনামের জপ করা যা আজ থেকে পাঁচশত বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের মায়াপুর নামক স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এই যুগে ভগবানের দিব্যনাম জপ যেমন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যার দ্বারা আমরা আমাদের জীবন পুন পারমার্থিক করতে পারি। জপ কোটি জন্মের সঞ্চিত কলুষকে মার্জন করে হৃদয় নির্মল করে, জপ আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করে এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের বিস্মৃত সম্পদকে পুনঃস্থাপনে সাহায্য করে। এটি একটি অতি সরল পদ্ধতি, অতি শক্তিশালী পদ্ধতি, যে কেউ এটি অনুশীলন করতে পারেন।

আমরা যদি কামনা বাসনা রহিত হয়ে ঐকান্তিকভাবে জপ করি তাহলে এই বিপজ্জনক জড় জগতেও তা পরম সুখে জীবন অতিবাহিত করার নিশ্চয়তা প্রদান করে। যদি কোন ট্রেনে আগুন লাগে, আমরা প্রথম শ্রেণীর কামরা অথবা সাধারণ কামরা যেখানেই থাকি না কেন একসময় সকলকেই সেই আগুন গ্রাস করবে। অনুরূপ ভাবে আমরা ধনী অথবা দরিদ্র, সফল বা অসফল প্রত্যেককেই মৃত্যু একদিন গ্রাস করবেই। আমাদের তাই বেশী দেরী হওয়ার আগে এই মুহূর্ত থেকে ভগবানের প্রতি ভক্তি অনুশীলন শুরু করা উচিত। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, শক্তিমান সময় একদিন মৃত্যুরূপে আমাদেরকে গ্রাস করবে, এবং আমাদের এর জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হাত ধরে আমরা এই ভবসিন্ধু পার করে চিন্ময় জগতে গমন করতে পারি যেখানে প্রত্যেকেই অধীর আগ্রহে আমাদের স্বাগতম জানানোর জন্য অপেক্ষা করে আছেন।

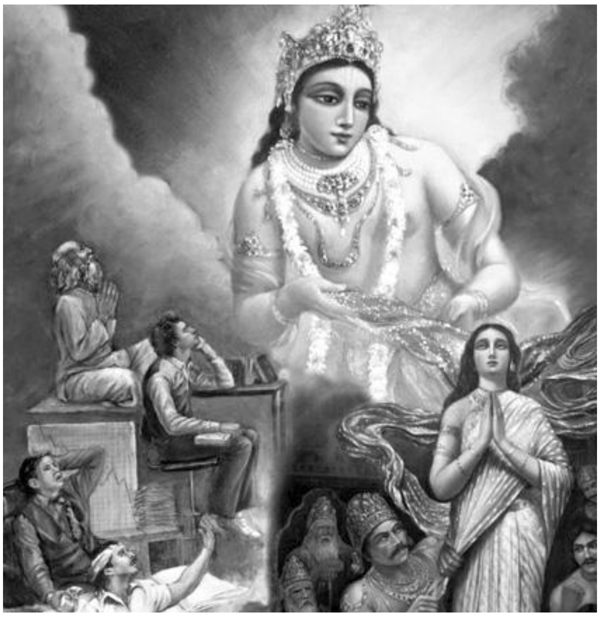

পুরুষোত্তম নিতাই দাস ইসকন কোলকাতার ভক্তিবৃক্ষের একজন সদস্য। তিনি আই. বি. এম.-এ পরামর্শদাতা রূপে কর্মরত। তিনি ব্লগ লেখেন http://krishnamagic.blogshot.co.uk/

মতি বিরিয়ানী

উপকরণ ঃ বাসমতী চাল ৫০০ গ্রাম। জল ঝরানো ছানা ৫০০ গ্রাম। ছোলার ছাতু ১০০ গ্রাম। চিনি ১০০ গ্রাম। ঘি ২০০ গ্রাম। খোয়া ক্ষীর গ্রেট করা ২০০ গ্রাম। সাদা তেল ২০০ গ্রাম। দুধ আধ কাপ। ধনেপাতা ২৫ গ্রাম কুচি করা। জায়ফল গুঁড়ো ১ চা-চামচ। জয়ত্রীগুঁড়ো ১ চা-চামচ। আদা ৫০ গ্রাম বাটা। কাঁচা লংকা ৫ টি কুচি করা। ছোট এলাচ, দারুচিনি ও লবঙ্গ একসাথে গুঁড়ো করা ২ টেবিল চামচ। লংকা গুঁড়ো ১ চা-চামচ। জিরা গুঁরো ২ চা-চামচ। মিঠা আতর সামান্য। হিং ১ চিমটি। তেজপাতা ৫-৬ টি। জাফরান সামান্য। এক চিমটি জাফরান ওই দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ বাসমতী চাল আধা সেদ্ধ করে জল ঝরিয়ে নিন। একটা পাত্রে ছানা, লবন, হলুদ গুঁড়ো, ধনেপাতা কুচি, অল্প জায়ফল গুঁড়ো, জয়ত্রী গুঁড়ো, অল্প গরম মশলা গুঁড়ো, অল্প আদা বাটা, ২ ফোঁটা মিঠা আতর, অল্প চিনি, ছোলার ছাতু দিয়ে ভালো করে মেখে নিন। প্রয়োজন হলে একটু জল দিয়ে মাখুন। ঐ মাখানো মিশ্রণ থেকে ছোট ছোট বলের আকারে গড়ে নিন। সেই বলগুলিকে কড়াই গরম করে ছাঁকা তেলে ভেজে তুলে নিন।

তারপর কড়াই বাকী তেলের মধ্যে অর্ধেক ঘি দিন। হিং, অবশেষ দ্রব্যগুলি অর্থাৎ হিং, চিনি, আদাবাটা, লংকাগুঁড়ো, হলুদগুঁড়ো দিয়ে খুনতিতে নাড়িয়ে দিন। তারপর জয়ত্রীগুঁড়ো, জায়ফল গুঁড়ো, গরমমশলা গুঁড়ো দিয়ে কষিয়ে পরে সামান্য জল দিন। গ্রেভি ঘন হয়ে এলে তার মধ্যে ভেজে রাখা মতিবল গুলো ছেড়ে দিন। ২ মিনিট ফুটিয়ে নামিয়ে রেখে দিন।

এবার একটি নন স্টিক কড়াই উনানে বসিয়ে দিন। কড়াই গরম হলে ঘি দিন। ঘি গরম হয়ে গেলে তাতে তেজপাতা বিছিয়ে দিন। তেজপাতার উপরে কিছু বাসমতী ভাত বিছিয়ে দিন। ভাতের উপরে কিছু গ্রেট করা খোয়াক্ষীর ছড়িয়ে দিন। তার উপরে কিছু মতিবল পেতে দিন। বাকি ভাত তার উপরে, বাকী খোয়া ক্ষীর তার উপরে, বাকী গরমমশলা গুঁড়ো, জায়ফল গুঁড়ো, জয়ত্রী গুঁড়ো, বাকী মতিবলগুলি সবটা দিয়ে, বাকি খোয়াক্ষীর দিন ও দুধে ভিজিয়ে রাখা জাফরান ছড়িয়ে দিয়ে একটা ঢাকনা চাপা দিন।

হালকা আঁচে পাঁচ মিনিট বসিয়ে, নামিয়ে নিন। এই মতি বিরিয়ানী গরম গরম শ্রীশ্রীগৌরনিতাইকে ভোগ নিবেদন করুন।

— রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃত'র কার্যাবলী

মরিশাসে নৌকা বিহার উৎসব পালিত

মাধব দাস ঃ ইসকন মরিশাস মাহেবার্গে তাদের ১১তম বার্ষিক রথযাত্রা পালন করল। দেশের দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে গ্রীষ্ম মন্ডলের প্রকৃত শীতলতা নিবেদনের এক অনবদ্য নিবেদন যা এক মনোরম নীল হ্রদের নৌকা বিহারের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়।

এই উৎসব সপ্তাহান্তে ১৫ই এবং ১৬ই ডিসেম্বর পালিত হয়। অন্ততপক্ষে ১০,০০০ মানুষ শনিবারের দুপুরের দু'কিলোমিটার ব্যাপী রথযাত্রা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। মাহেবার্গের কেন্দ্রস্থল অতিক্রম করে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার বিস্তৃত হ্রদের সম্মুখে গিয়ে শেষ হয়।

সমবেত জনতা সমুদ্র তীরবর্তী অনবদ্য অনুষ্ঠান যেমন কীর্তন, ক্লাস, প্রশ্নোত্তর, নিঃশুল্ক প্রসাদ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রন্ধন শিক্ষা, শিশুদের অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য অপেক্ষা করেছিল। মন্দির তাঁবুতে ভগবান জগন্নাথদেব অবস্থান করছিলেন।

এছাড়াও রবিবারের দুপুরের নৌবিহার উৎসব ছিল সবিশেষ। রাধাগোলোকানন্দ, জগন্নাথদেব, বলদেব, সুভদ্রা মহারানী এবং শ্রীশ্রীগৌরনিতাই শ্রীবিগ্রহগণকে সুদৃশ্য বৃহৎ রাজহংস সদৃশ সোনালী চূড়াতে সজ্জিত নৌকাতে করে বৃহৎ হ্রদে বিহার করানো হয়। প্রায় ৪০০ ভক্ত ত্রিশটিরও বেশী ছোট নৌকাতে করে পরিভ্রমণ করেন। আরতি করা হয়। লোকনাথ স্বামী মহারাজ মনোমুগ্ধকর কীর্তন পরিবেশন করেন। প্রত্যেকেই ঐ রাজহংস নৌকাটিকে ঝকমকে আলোকোজ্জ্বল জলে নিজেদের নৌকা দ্বারা পরিক্রমা করেন।

কীর্তন সম্রাজ্ঞী গৌরমণি
তিন কোটি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছালেন

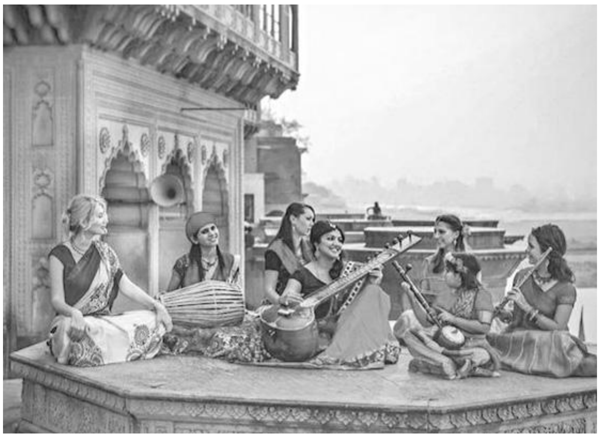

ইসকন নিউজ ঃ গৌরমণি দেবী দাসী একজন ইসকন ভক্ত যিনি ফেসবুকে কীর্তন প্রচার করে সপ্তাহে তিন কোটি মানুষের কাছে পৌঁছান। রথযাত্রায় হাজার হাজার ভক্তদের নিয়মিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ, সর্বত্র জীবন ধারায় পরিবর্তনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের বাণী এবং সর্বশক্তি সমন্বিত ভগবানের দিব্যনাম তিনি প্রচার করছেন।

তিনি ১৯৭০ সালের শেষের দিকে শিকাগো ইসকন মন্দিরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসকন গুরুকুলে বড় হন। গৌরমণি তার অধিকাংশ সময়ই কীর্তন শিক্ষা এবং সংস্কৃত শিক্ষাতে অতিবাহিত করেন।

তিনি ২০০০ সালে তার স্বামী পরম দাসের সঙ্গে বৃন্দাবনে এই ব্রজবধূ কীর্তন দল গঠন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের

সমাধি মন্দিরের বাইরে প্রত্যেক সপ্তাহান্তে কীর্তন শুরু করেন হাজার হাজার তীর্থযাত্রীকে সরাসরি শোনানোর জন্য।

গৌরমণি বলেন, 'লোকেরা তাদের গৃহে, মন্দিরে এবং উৎসবে আমাদেরকে কীর্তনের জন্য আমন্ত্রণ করেন এবং ক্রমে ক্রমে এটি বিশেষ মাত্রা পায়।'

আজ ব্রজবধূ কীর্তন দল বারো জন আন্তর্জাতিক ভক্ত সমৃদ্ধ একটি পূর্ণ দল যেখানে গৌরমণি এবং পরম দাস প্রধান কীর্তনীয়া এবং হারমোনিয়াম বাদক তাদের কন্যা রাধা দাসী (১১) কণ্ঠে; পুত্র কনা দাস (১৪) মৃদঙ্গ; জয় মঙ্গল দাস রাশিয়া থেকে বেইজ গীটার, ইউক্রেন থেকে রাধাভবানী দাসী, বেহালাতে এবং বৈষ্ণব দাস, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে কি বোর্ডে। এছাড়াও ফ্লুট, ক্লারিও নেট এবং ইলেকট্রনিক পারকশন ইত্যাদিও আছে দলে। দলটি মাসে দশ থেকে কুড়িটি অনুষ্ঠান সারা বিশ্বে প্রদর্শন করেন যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, দুবাই, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, বালী এবং ইন্দোনেশিয়াও অন্তর্ভূক্ত।

ডালাস কীর্তন-৫০'এ
নববর্ষের মতো ভক্ত সঙ্গ

মাধব দাস ঃ নববর্ষে এই দৃষ্টির মরশুমে ডালাসে কীর্তন ৫০ এর উদযাপনে সমগ্র উত্তর আমেরিকা থেকে পাঁচশ থেকে ছয়শ ভক্ত নববর্ষ পালনের রীতিতে ভগবানের দিব্য নাম জপ করে।

এই উৎসবের সৃষ্টি কয়েক দশক পূর্বে হয়েছিল যখন গুরুকুলি শ্রীরূপ দাস ইসকন ডালাসে বার্ষিক নববর্ষ উদযাপন ২৪ ঘন্টা কীর্তন দিয়ে শুরু করেছিলেন।

তারপর ২০১৬ সালে মন্দির অধ্যক্ষ নিত্যানন্দ দাস ইসকন ৫০ বৎসর পূর্তি উৎসবে স্মরণীয় কিছু করতে চেয়েছিলেন। যখন কীর্তনকে দ্বিগুন করে পঞ্চাশ ঘন্টা করার সংকল্প করেন এবং অনুষ্ঠানটি পাঁচ দিনের আকার ধারণ করে কীর্তন-৫০ নামে খ্যাত হয়।

এই বৎসর উৎসবটি ২৮ ডিসেম্বর শুরু হয়ে ১ জানুয়ারী সমাপ্ত হয়। কীর্তন নেতৃবৃন্দের মধ্যে বি. বি. গোবিন্দ স্বামী, বড়হরি দাস, গৌরবাণী, অমল হরিনাম, হরিদাস এবং মায়াপুরের কৃষ্ণকিশোর দাস ছিলেন।

ইসকন হাঙ্গেরীর
হাজার হাজার জনকে খাদ্য বিতরণ

ইসকন নিউজ ঃ যদিও ফুড ফর লাইফ হাঙ্গেরী সারা বছর তাদের সেবা কার্য অব্যাহত রাখে, তা ছাড়াও তাদের এই সেবা কার্য পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে বিশেষ ভাবে চালানো হয় যাতে হাজার হাজার অসহায় মানুষকে খাদ্য পরিবেশন করা হয়। ধনঞ্জয় দাস ১৯৯৩ সালে এই প্রয়াস শুরু করেন।

আজ ভক্তবৎসল দাস খ্রীষ্টমাস সময় উদযাপনের কালে প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং গ্রামের প্রকৃত গরীব মানুষজনের কাছে পৌঁছান যারা শহরের মানুষের তুলনায় অনেক গরীব।

বিগত দিনের তুলনায় এখনকার তালিকা আরও উপযোগী। ভক্তরা হাঙ্গেরীয়ান পদ্ধতিতে গরম গরম খাদ্য প্রস্তুত করেন যেগুলি বিন সমৃদ্ধ যা শরীরকে উষ্ণ রাখে এবং প্রোটিন সমৃদ্ধও। কিন্তু ফুড ফর লাইফ হাঙ্গেরীর বিশেষত্ব এবং খাদ্য বিতরণের বৃহত্তম আকর্ষণ হচ্ছে ক্যান সমন্বিত শুকনো খাদ্য।

ইসকন হাঙ্গেরীর প্রবক্তা গান্ধর্বিকা প্রেমাদাসী বলেন, 'হাঙ্গেরীতে এমন অনেক পরিবার আছে যারা প্রায় গৃহহীন।' 'তারা ঋণগ্রস্ত, চাকরী নেই এবং কোন বাইরের সাহায্য ছাড়াই তারা জীবনের জন্য লড়াই করছে এবং এইভাবে তারা তাদের গৃহও হারাতে পারে।'

ফুড ফর লাইফ প্রকল্প এই সমস্ত পরিবারকে ক্যানফুড যথা বীন্স, কর্ণ, ভাত, আটা, তেল, চিনি, দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন দই, প্রচুর ফল এবং কেজি কেজি রুটি দেয় তাদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্য, তাদের সন্তান সন্ততিদের জন্য মিষ্টান্নও দেয় — যা এক বিরল আপ্যায়ন। এই রকম প্যাকেজ সমস্ত হাঙ্গেরী জুড়ে প্রায় দশটি বিভিন্ন জায়গাতে বিতরণ করা হয় যেমন, ইগার, গয়র, ডেব্রিসেন, মিসক্লক এবং সোমোগয়াডামোস এই গ্রামগুলি নব ব্রজধামের সন্নিকটে।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার প্রাথমিক আলোচনা

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

(৫ম অধ্যায়)

হরেকৃষ্ণ — পঞ্চম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ২৯। এই অধ্যায়ের বিভাজন — ১-৬ নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ ও কর্ম সন্ন্যাস একই কিন্তু কর্মযোগ সহজ সাধ্য বোঝাতে চেয়েছেন।

৭-১২ নং শ্লোকে নিস্কাম কর্মযোগী ও জ্ঞানীর বর্ণনা করেছেন। ১৩-১৬ নং শ্লোকে আত্মা, পরমাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে সম্পর্ক বোঝাতে চেয়েছেন। ১৭-২৬ নং শ্লোকে জ্ঞানীর দিব্যদৃষ্টি সম্বন্ধে বোঝাতে চেয়েছেন। ২৭ নং-২৯ নং শ্লোকে ধ্যান যোগের ভূমিকা এবং শান্তির সূত্র ব্যাখ্যা করেছেন।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার প্রাথমিক জ্ঞান এবং জড় জগতে তার বন্ধনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং বুদ্ধিযোগ বা ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে কিভাবে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় তার ব্যাখ্যাও করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করেছেন যিনি শুধু জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তার কোন কর্তব্য কর্ম নেই। চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, সব রকমের যজ্ঞই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি হয় তবে, ভগবান শেষে বলেছেন পূর্ণ জ্ঞানের স্তরে অধিষ্ঠিত হয়ে মোহমুক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে।

অর্জুন বুঝেছিলেন জ্ঞানের প্রভাবে কর্ম ত্যাগের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য যে সমস্ত কর্ম তা থেকে বিরত হওয়া। কিন্তু ভক্তিযোগ সাধন করার জন্য যদি কর্ম করা হয় তা হলে কর্ম ত্যাগ করা হলো কি করে? তাই পঞ্চম অধ্যায়ের শুরুতেই অর্জুন প্রশ্ন করলেন ১ নং শ্লোক কর্মযোগ এবং কর্মত্যাগের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ। ভগবান উত্তর দিলেন (২নং) কর্মযোগ এবং কর্ম সন্ন্যাস একই কিন্তু কর্মযোগ কর্মসন্ন্যাসযোগ থেকে শ্রেষ্ঠ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও স্পষ্ট করার জন্য ৩ নং শ্লোকে বললেন যিনি কর্মফলের আশা করেন না তিনি নিত্য সন্ন্যাসী। কিন্তু ৪ নং শ্লোকে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষরা তা বুঝতে পারে না, কিন্তু (৫নং) তত্ত্বদ্রষ্টা ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন সাংখ্যযোগ ও কর্মযোগ একই। যেমন যদি কেউ বলে আমি কর্ম ত্যাগ করেছি সেটি কখনই সম্ভব নয়, কারণ ভগবান তৃতীয় অধ্যায়ে ৫নং শ্লোকে বলেছেন —

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।

সকলেই মায়াজাত গুণসমূহের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসহায় ভাবে কর্ম করতে বাধ্য হয়; তাই কর্ম না করে কেউই ক্ষণকালও থাকতে পারে না। কারণ শরীর থাকলে তাকে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে হবে। অতএব, কর্ম ত্যাগ মানে ভগবানের জন্য কর্ম করা আর ভগবানের জন্য কর্ম করা মানেই কর্মযোগ। তাই দুইটির অর্থ যিনি জানেন তিনিই তত্ত্বদ্রষ্টা। তাই সিদ্ধান্ত ৬নং কর্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখজনক।

৭নং শ্লোকে বর্ণনা করেছেন যিনি কর্মযোগী অর্থাৎ ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণ যুক্ত হয়েছেন তিনি সকলেরই প্রিয় হয়ে যান এবং সকলেই তাঁর প্রিয়। কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব স্বীকার করেছেন যেমন ষড় গোস্বামীগণ 'ধীরাধীরজন প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্মৎসরৌ পূজিতৌ।' তাই সমস্ত কর্ম করেও কর্ম বন্ধনে লিপ্ত হন না। কারণ তিনি জানেন (৮-৯নং) তিনি

কিছুই করছেন না, কারণ জড় ইন্দ্রিয়গুলিই কেবল জড় ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে প্রবৃত্ত হচ্ছে। যদিও মনে হচ্ছে তিনি তাঁর দেহ ও ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কর্ম করছেন। যেহেতু তিনি উপলব্ধি করেছেন আমি দেহ নই, আমি আত্মা এবং সবসময় শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানে যুক্ত তাই আপাত দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়ের কার্যকলাপে নিয়োজিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি সর্বদাই মুক্ত। তাই যিনি (১০নং) সমস্ত কর্মের ফল পরমেশ্বর ভগবানকে অর্পণ করে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন, কোন পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, ঠিক যেমন জল পদ্মপাতাকে স্পর্শ করতে পারে না। অতএব আত্মশুদ্ধির জন্য (১১নং) যোগীরা কর্মফলের আসক্তি ত্যাগ করে দেহ, মন, বুদ্ধি এমনকি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম করে কর্মের ফল (১২নং) ত্যাগ করে নৈষ্ঠিক শান্তি লাভ করেন। কিন্তু সকাম কর্মীরা ফলের প্রতি আসক্ত হয়ে কর্ম করার ফলে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

১৩নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চাইছেন কৃষ্ণভাবনাময় কর্ম জীব যখন করবে তখন বাহ্যত সমস্ত কার্য করলেও যেহেতু তিনি সমস্ত দেহবন্ধন থেকে মুক্ত তাই নবদ্বার বিশিষ্ট দেহে অবস্থান করলেও পরম সুখে বাস করেন। কারণ দেহরূপ নগরীর প্রভু জীব কর্ম সৃষ্টি করে না। সে কাউকে দিয়ে কিছু করায় না এবং কর্মের ফলও সৃষ্টি করে না। (১৪নং) এই সবই হয় জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাবে। জীব যে কর্ম করে তার স্বভাব অনুযায়ী গুণের প্রভাবে। যদিও ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে অবস্থান করছেন তথাপি জীব যখন ভগবানকে ভুলে গিয়ে গুণের প্রভাবে কিছু চাইবে, তখন ভগবান যেহেতু পরম পিতা তখন তা দিয়ে থাকেন। যেমন আপনার ছোট ছেলের গলায় খুব ব্যথা, ঔষধ খাচ্ছে, কিন্তু অনুষ্ঠান বাড়ীতে গেছে, খুব ভাল আইসক্রীম দিয়েছে — ছেলেটি সকলের সামনে বলছে বাবা আমি আইসক্রীম খাবো সকলে খাচ্ছে — যদি না বলেন কান্না করবে, আপনি এই আইসক্রীমের কুফল জানলেও গলাব্যথা অবস্থায় দিতে বাধ্য হবেন। যদিও আপনি তার পিতা সব সময়ের জন্য মঙ্গল চান। ঠিক তেমনি ভগবান অন্তরে অবস্থান করলেও জীবের বাসনা অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। কারণ তিনি হচ্ছেন পরমপিতা। যেমন আইসক্রীম খাওয়ার ফলে বাচ্চাটি খুব কষ্ট পাচ্ছে — গলা ব্যথা করছে তার প্রভাব তার পিতার উপর পড়ছে কারণ ছেলেটির পিতা হওয়ার জন্য। ঠিক খারাপ বাসনা জীব চাইলে ভগবান তা দিয়ে দেন কিন্তু যেমন সেই জীব কষ্ট পায় ভগবানও কষ্ট পান পরম পিতা হওয়ার ফলে।

(১৫নং) তাই পরমেশ্বর ভগবান জীবের পাপ এবং পুণ্য কিছুই গ্রহণ করেন না। কিন্তু অজ্ঞানতার দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব বিভিন্ন পরিস্থিতির কামনা করে তার ফলে তার কর্ম ও কর্মফলের প্রবাহ শুরু হয়। যেমন শ্রীল প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন ফুলের কাছে গেলে যেমন তার গন্ধ পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের খুব কাছে আছেন বলে ভগবান আমাদের অন্তরের সমস্ত কামনা বাসনাগুলির কথা জানেন। জীব যেভাবে কামনা করে, ভগবান ঠিক সেইভাবেই তার যথাযোগ্য পূর্তি করেন। একটা উদাহরণ দিলে আরো বুঝতে সুবিধে হবে। একসময় এক ভদ্রলোক বললেন, 'সাধুবাবা আমি মায়াপুরে গিয়েছিলাম, খুব ভাল লেগেছে — গঙ্গায় স্নান করেছি — কিন্তু প্রসাদ খাইনি।' সাধুবাবা বললেন, 'কেন?' 'আমার শালীর বড় ইচ্ছা বেড়াতে এসেছি — নবদ্বীপে গিয়ে মাংস ভাত খাবো! তাই নবদ্বীপে গিয়ে সকলে মিলে মাংস

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান জানাতে চাইলেন কিভাবে মানুষ সহজে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে শান্তি পেতে পারে এবং বুঝতে পারে সমস্ত জীব, এমনকি বড়বড় দেবতারাও হচ্ছেন তাঁর অনুগত ভৃত্য।

ভাত খেলাম।' সাধুবাবা বললেন, 'ধামে এসে আপনি যে পাপ করলেন এর জন্য ভগবান দায়ী নন। কারণ আপনার স্বতন্ত্র্য ইচ্ছা ভগবান দিয়েছেন। যেমন স্বভাবের লোকের সঙ্গ করবেন তেমন ফল পাবেন।' ভগবান জীবকে সৎকর্মে প্রবৃত্ত করেন যাতে উন্নতি সাধন করতে পারে, ভগবান আবার অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত করেন যাতে সে নরকগামী হয় যেমন রত্নাকর দস্যুদের সঙ্গ করলেন দস্যু রত্নাকর হলেন আবার সাধুদের সঙ্গ করলেন বাল্মীকি মুনি হলেন। সরকার জেলখানা বানায় আবার সুন্দর নগরী বানায়। যে যেখানে থাকতে চাইবে, এর জন্য সরকার দায়ী নয়। তাই পাপ ও পুণ্যর জন্য ভগবান দায়ী নন।

১৬ নং শ্লোকে ভগবান বলছেন জ্ঞানের প্রভাবে যাঁদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে তাঁদের সেই জ্ঞান অপ্রাকৃত পরম তত্ত্বকে প্রকাশ করে। তার ফলে আত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন এবং সদ্‌গুরুর চরণে শরণাগত হতে যত্নবান হন। তাই জ্ঞান দুই প্রকার — ক) প্রাকৃত জ্ঞান যাকে বলা হয় অবিদ্যা আর খ) অপ্রাকৃত জ্ঞান যাকে বলা হয় বিদ্যা। এই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের সহজ উপায় হলো সাধু সঙ্গ করা বা ভগবানের শরণাগত হওয়া। চেতনা পাঁচ প্রকার— ১) আচ্ছাদিত চেতনা যেমন, গাছেদের চেতনা — কাটলেও

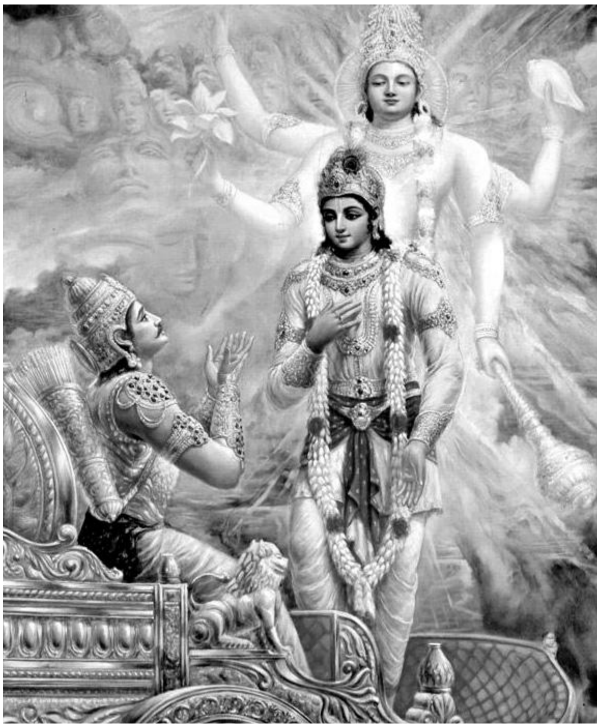

কিছু প্রতিবাদ করে না, ২) সঙ্কুচিত চেতনা যেমন পশুদের চেতনা — একটু উন্নত, মারতে গেলে ভয় পায় ও চিৎকার করে, ৩) মুকুলিত চেতনা — যা মানবগণ লাভ করেছে, ৪) বিকশিত চেতনা — এই চেতনা মানবগণ লাভ করতে পারে কেবলমাত্র সাধুসঙ্গ করে বা ভগবানের প্রতি শরণাগত হওয়ার ফলে, ৫) পূর্ণবিকশিত চেতনা — যাঁদের চেতনা সম্পূর্ণ ভাবে ভগবানের প্রতি শরণাগত হয়েছেন।

২৩নং শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন— যদি কেউ আত্ম উপলব্ধির পথে উন্নতি সাধনে প্রয়াসী হন, তবে তাঁকে জড় ইন্দ্রিয়ের বেগ দমন করবার চেষ্টা করতেই হবে বিশেষ করে কাম-ক্রোধের বেগ তবেই তিনি সুখী হতে পারবেন।

২৪নং-২৬নং শ্লোকে আত্মারাম ব্যক্তির লক্ষণ বর্ণনা করেছেন শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন কেউ যদি কৃষ্ণভাবনাময় হন তবে এই গুণগুলি আপনা থেকেই লাভ করতে পারবেন। যেমন ড্রেনের জল যদি গঙ্গায় মিশে যায় তাহলে সহজেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক তেমনি কৃষ্ণভাবনাময় হলেই এই গুণগুলি আপনা থেকেই উদয় হবে। যেমন সংযত চিত্ত, সমস্ত জীবের কল্যানে রত, নিষ্পাপ কামক্রোধশূন্য।

এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন একজন যোগী কত সাধনা করার পর এই গুণগুলি লাভ করেন, আর একজন কৃষ্ণভাবনাময় হলেই এই গুণগুলি লাভ করা কি করে সম্ভব হবে? শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন ২৬নং শ্লোকের তাৎপর্যের শেষে মাছেরা কেবল দৃষ্টিপাতের দ্বারা তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। কূর্ম ধ্যান করে তাদের সন্তান প্রতিপালন করে। সে ডাঙ্গায় ডিম পেড়ে তারপর জলের মধ্যে তাদের ধ্যান করতে থাকে। তেমনই কৃষ্ণভক্ত ভগবৎ ধাম থেকে দূরে থাকলেও সর্বক্ষণ ভগবানের ধ্যান করার ফলে সর্বক্ষণ কৃষ্ণভাবনাময় থাকার ফলে ঐ উপরিউক্ত গুণগুলি আপনা থেকেই লাভ করেন এবং অবশেষে ভগবৎধামে প্রবেশ করেন।

১৭ নং থেকে যিনি পূর্ণ বিকশিত স্তরে উন্নীত হয়েছেন জ্ঞানের স্তরে তাঁর সমস্ত কলুষ সম্পূর্ণরূপে বিধৌত হয়েছে তিনি জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। ১৮ নং শ্লোক থেকে ২০ নং জ্ঞানবান পণ্ডিতের লক্ষণ ও গুণ বর্ণনা করেছেন। ২১নং-২২নং শ্লোকে ব্রহ্মবিৎ পুরুষেরা জড়সুখ ভোগে লিপ্ত হন না, কারণ তাঁরা চিদ্ জগতের সুখ লাভ করে থাকেন, তাই ইন্দ্রিয়জাত যে সুখ তার আদি-অন্ত আছে — সেই সুখে তারা প্রীতি লাভ করেন না। 'দুঃখযোনয়' মানে দুঃখের জন্মস্থান।

২৯নং শ্লোকে ভগবান শান্তির সূত্র স্থাপন করেছেন। এই জগতে কে শান্তিলাভ করতে পারেন। যিনি ভগবানই সব কিছুর মালিক, ঈশ্বর, সুহৃৎ জেনে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন।

সুহৃৎ মানে যিনি আমার সঙ্গে যে কোন যোনীতে জন্ম গ্রহণ করি না কেন উনি আমার সঙ্গে থাকেন এবং সব সময় মঙ্গল কামনা করেন। মিত্র মানে বাড়ীর পাশে আছেন, কোন কিছুতে সাহায্য করেন। বন্ধু মানে সময়ে আছেন অসময়ে নেই।

পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে ভগবান জানাতে চাইলেন কিভাবে মানুষ সহজে কৃষ্ণভাবনামৃত লাভ করে শান্তি পেতে পারে এবং বুঝতে পারে সমস্ত জীব, এমনকি বড়বড় দেবতারাও হচ্ছেন তাঁর অনুগত ভৃত্য।

২৭-২৮নং শ্লোক — নিষ্কাম কর্মসাধন করতে করতে কিভাবে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতে পারেন সেই কথা বর্ণনা করার পর ভগবান চিন্তা করলেন অনেকেই যোগ অনুশীলনের পন্থায় আগ্রহী তাই ভগবান পরের অধ্যায়ে ধ্যান যোগের বর্ণনা করবেন তাই দুটি শ্লোকের মাধ্যমে ভগবান বোঝাতে চাইলেন অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমেও ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টাঙ্গ যোগের নিয়মাবলীগুলি একটু স্পর্শ করালেন মাত্র।

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী ইসকন মায়াপুরে ১৯৯২ সালে যোগদান করেন। শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজের চরণ কমলে আশ্রিত হয়ে প্রথম থেকেই তিনি গ্রন্থ প্রচারে যুক্ত আছেন। ২০১৭ সালে শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ, কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারীর গ্রন্থ প্রচারের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন করেন।

তিন মুনির গল্প

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিক্ষামূলক কাহিনী হতে সংগৃহীত

একদা তিন মুনি একত্রে বসবাস করতেন এবং তারা আলোচনা করছিলেন যে, এই জড় জগত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শ্রেষ্ঠ যুগ কোন্‌টি।

'আমি মনে করি সত্যযুগ হচ্ছে শ্রেষ্ঠ যুগ কারণ এটি সুবর্ণ যুগ, পরম জ্ঞানের যুগ। কারণ মাত্র একশত বৎসর বা হাজার বৎসর ধ্যান করলেই যে কেউ বৈকুণ্ঠে ফিরে যেতে পারে। এটিই আমার মত।'

ক্ষমা করবেন, কিন্তু দ্বাপর যুগ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ যুগ। কারণ কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং এসেছিলেন। যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।

তিনি তাঁর নিত্য স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং যারা সেই যুগে

সুতরাং তারা আবার তর্কে ফিরে গেল, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। কিন্তু যুগ চারটি। সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপর যুগ এবং কলিযুগ। কিন্তু এই মুনিগণ কলিযুগের নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি কারণ কলিযুগ চরম অপবিত্র যুগ। এই যুগের পাপ প্রভাবের জন্য তারা এর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি।

বহু বছর আলোচনা করার পরেও তারা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না।

ঠিক আছে, চলুন আমরা সর্বযুগ শ্রেষ্ঠ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবের কাছে যাই। তিনি হিমালয়ে বসবাস করেন এবং আমরা সেখানে যাবো তার মতামত জানার জন্য।

সুতরাং তারা বদরিকাশ্রম গেলেন।

যখন তারা সেখানে পৌঁছালেন তখন ব্যাসদেব পুষ্করিনীতে স্নান করছিলেন।

হে শ্রেষ্ঠ মুনিবর, সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরের মধ্যে পারমার্থিক প্রগতির জন্য শ্রেষ্ঠ যুগ কোন্‌টি?

তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগলেন

তখন তিনি বাইরে এসে বললেন।

আবার এক ঝলকে জলের নীচে গমন করলেন

তিনি পুনর্বার প্রকট হলেন...

এবং তিনি তখন এই শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে।।

প্রতিদিন জপ করুন এবং আনন্দে থাকুন

২০১৮ সালে TOVP-র সাফল্য

বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দিরের নির্মাণ এবং অর্থসংগ্রহ উভয় সাফল্যের ক্ষেত্রেই ২০১৮ একটি উল্লেখযোগ্য বছর। সমগ্র TOVP টিম বিশ্বজোড়া সকল ভক্তগণের কাছে কৃতজ্ঞ যাদের ছাড়া এই সাফল্য সম্ভবপর ছিল না। আমাদের নীতি যে, আমরা 'প্রত্যেক ভক্তের হাতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দিরের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছি।' এর নির্ধারিত পরিসমাপ্তি এবং মহা উদ্বোধনের আর তিন বছর হাতে নিয়ে আমরা সকল ইসকন ভক্তদের আহ্বান জানাচ্ছি যাতে তারা এই প্রকল্পের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং ২০২২ সালে শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি আমাদের সামগ্রিক নিবেদনের প্রচেষ্টায় তাদের সহায়তা অব্যাহত রাখেন। নিম্নলিখিতগুলি ২০১৮ সালে আমাদের প্রধান সাফল্য —

তিনটি চক্রকে তারামণ্ডলের চূড়ায় স্থাপন এবং এইরূপে মন্দিরের নির্মাণগত দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তর অতিক্রম করা হলো। পারমার্থিক দিক থেকে শ্রীসুদর্শন চক্রের অবস্থান এবং সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করা হলো।

মন্দিরের বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগের পরিসমাপ্তিমূলক কাজ আরম্ভ হলো যেমন চূড়ার পরিসমাপ্তি, স্যাণ্ডস্টোনের গবাক্ষ স্থাপন, অন্তর্বর্তী দেওয়াল এবং স্তম্ভের মার্বল ক্ল্যাডিং, বহির্বিভাগের দেওয়ালের সূক্ষ্ম কাজ এবং আরও অনেক কিছু।

মন্দিরের বাফার্ড সিলিংয়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত নির্মাণের সামগ্রী, গ্লাস রেইনফোর্সড জিপসাম সম্বন্ধে গবেষণামূলক কাজও সমাপ্ত হলো।

২০২২ সালে TOVP নির্ধারিত অর্থের সাপেক্ষে সঠিক সময়ে পরিকল্পনা মাফিক পরিসমাপ্তির জন্য আমরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকল্প ব্যবস্থাপক সংস্থা কাসম্যান এণ্ড ওয়েকফিল্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি।

আমরা মিশন ২২ ম্যারাথনের সূচনা করেছি এবং নতুন তথ্য সম্বলিত TOVP ওয়েবসাইট TOVP কে ২০২২ এ সমাপ্ত করার কাজে সাফল্যের সঙ্গে আমাদের বার্ষিক অর্থ সংগ্রহে বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

নতুন কিছু অর্থ সংগ্রহমূলক প্রচার কার্য শুরু হয়েছে যেমন ঃ দ্য ভিকট্রি ফ্ল্যাগ, দ্য গুরুপরম্পরা ব্রিক, প্ল্যানড্ গিভিং (লাস্ট উইল) এবং স্টক ডোনেশন ক্যাম্পেইন।

সতেরো দিনে ইউরোপে আমাদের বারোটি মন্দির ভ্রমণ প্রকল্পটি পনেরো লক্ষ ডলারের প্রতিশ্রুতি পত্র সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাস রচনা করেছে।

নিত্যানন্দ প্রভুর পাদুকা এবং ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের সাতারি প্রথমবার হংকং এবং তাপেইতে পদার্পন করেই আটলক্ষ ডলারের প্রতিশ্রুতি পত্র সংগ্রহের মাধ্যমে অপর এক ইতিহাস রচনা করেছেন।

আমেরিকায় অম্বরীশ প্রভু কর্তৃক আয়োজিত দ্য গিভিং টুইসডে TOVP ম্যারাথন অনলাইলে পঁচিশ হাজার ডলার অর্থ সংগ্রহ করেছে।

অর্থসংগ্রহে সাহায্যকারী ভক্তদের নামের তালিকা প্রস্তুতিতে দ্য টি.ও.ভি.পি. অ্যাম্বাসাডার রিওয়ার্ডস প্রোগ্রাম এবং চিন্ময় পুরস্কার প্রদান ও আরও অনেক কিছু। এই বৎসর আমাদের অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্য ১০ মিলিয়ন ডলার।

দয়া করে মনে রাখবেন এটি শুধুমাত্র একটি মন্দির নির্মাণ প্রকল্প নয়। ২০২২ সালে সমগ্র পৃথিবীতে এটি শ্রীল প্রভুপাদের সর্বাধিক প্রিয় এবং প্রচারিত প্রকল্পের মহা উদ্বোধন এবং আমাদের প্রিয়তম শ্রীবিগ্রহ সকল শ্রীশ্রীরাধামাধব, শ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীনৃসিংহদেবের ইসকনের প্রধান কার্যালয় ইসকন মায়াপুরের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে নতুন গৃহপ্রবেশ। এই পারমার্থিক ইতিহাস রচনার কাজ চলছে এবং আমরা সকলে এই কার্যের পরিসমাপ্তির কৃতিত্ব ভাগ করে নেব যা আমাদের জীবনকালের পরেও থাকবে যখন ভবিষ্যতে লক্ষ লক্ষ মানুষ TOVP-র দরজায় প্রবেশ করবে।

১৯৭১ সালে কলকাতায় এক যুব ভক্ত গিরিরাজ স্বামী শ্রীল প্রভুপাদকে বলেন, 'আমি বহুদিন ধরে আপনার অভিলাষ অনুধাবন করার চেষ্টা করছি এবং দুটি বস্তু মনে হয় আপনাকে সর্বাধিক সন্তোষ প্রদান করে ঃ আপনার গ্রন্থ বিতরণ এবং মায়াপুরে বৃহৎ মন্দির স্থাপন।' শ্রীল প্রভুপাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাঁর অক্ষিযুগল প্রসারিত হলো এবং তিনি সহাস্যবদনে বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি সঠিক অনুধাবন করেছ ... যদি তোমরা সকলে এই মন্দিরটি নির্মাণ কর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং এসে তোমাদের সকলকে ভগবৎধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।'

শ্রীল প্রভুপাদ সহাস্যবদনে বললেন, 'যদি তোমরা সকলে এই মন্দিরটি নির্মাণ কর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্বয়ং এসে তোমাদের সকলকে ভগবৎধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন।'

আমরা এই বছর আমাদের লক্ষ্য অনুসারে বার্ষিক আট মিলিয়ন ডলার অর্থসংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছি যা পূর্বের অন্যান্য বছরকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

২০১৯ একটি ঘটনাবহুল বৎসররূপে গণ্য হতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ। মন্দিরের পরিসমাপ্তির কাজের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অর্থসংগ্রহমূলক প্রকল্প শুরু হবে যেমন মন্দিরের ১০৮টি স্তম্ভের জন্য পিলারস্ অব ডিভোশান ক্যাম্পেইন, আচার্য সকলের মূর্তির জন্য দ্য গুরু পরম্পরা ডেইটিস ক্যাম্পেন, মে তে দ্য গিভিং টি.ও.ভি.পি. ম্যাচিং ফাণ্ড রেইজার,

আচার্য বাণী

রামায়ণ কি বর্তমানে যুক্তিযুক্ত?

চৈতন্যচরণ দাস ব্রহ্মচারী

রামায়ণের চরিত্রগুলি যে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের প্রতিমূর্তি তা অতীতকালের যে কোন সময়ের থেকেও বর্তমানে অধিক যুক্তিযুক্ত।

আমাদের এই বর্তমান সময়ে যখন মানুষের নিজস্ব জীবনশৈলীর বিলাসিতার প্রতি মোহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সেখানে 'আমি' থেকে 'আমরা'য় নিঃস্বার্থ ত্যাগস্বরূপ মূল্যবোধটি রামায়ণে উপস্থাপিত প্রাথমিক মূল্যবোধগুলির একটি এবং বর্তমানে বিশেষভাবে এর যৌক্তিকতা রয়েছে। বর্তমান সংস্কৃতিতে 'আমি' শব্দটিকে এত মহিমান্বিত করা হয়েছে যা মানুষকে নিজস্ব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি মনোযোগী হতে বাধ্য করছে এবং তার জন্য অন্যরা কি মূল্য দিচ্ছে সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। এই অবিবেচক ব্যক্তিতান্ত্রিকতার জন্য আমরা চারপাশের মানুষদের, আমাদের পরিবারবর্গ, প্রতিবেশী ও সহকর্মীদের অবহেলার পাত্র করেছি এবং প্রতিফলস্বরূপ বিভিন্ন আবেগময় আঘাত ও কুড়ে কুড়ে খাওয়া একাকীত্ব দ্বারা আমাদের হৃদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছি। এইরূপে এই 'আমি' শব্দটির অহমবোধের সহজাত প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করার প্রবণতা থাকলেও এটি দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে আমাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়।

যদি আমরা অধিকতর সন্তোষজনক এবং সহনশীল সম্বন্ধ চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এই 'আমি' শব্দটির প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে ঊর্ধ্বে সামগ্রীক 'আমরা' শব্দটির দিকে অগ্রসর হতে হবে। যেহেতু এই প্রতিস্থাপন অত্যন্ত কঠিন সেইজন্য আমাদের উৎসাহিত করার জন্য উদাহরণ স্বরূপ চরিত্র ও কাহিনী থাকা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও সহায়ক হবে। এইরূপ উৎসাহের সন্ধানে রামায়ণ অক্ষয় ভাণ্ডার স্বরূপ; এটি আমাদের সম্মুখে সেই সকল রত্নময় চরিত্র উপস্থাপন করে যারা গভীর দুঃখময় জীবনেও ত্যাগের প্রতিমূর্তি।

১) পিতৃসত্য পালনের জন্য কোন অপরাধ না করেও বনবাস গ্রহণ করে শ্রীরামচন্দ্র যে আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন সেটি পিতা-মাতা এবং সন্তানদের মধ্যে ক্রমবর্ধিত প্রজন্মের পার্থক্যকে কিভাবে পূরণ করা যায় তার দিকনির্দেশ করে।

২) প্রাসাদের নিরাপত্তা ত্যাগ করে বিপদসঙ্কুল বনে গমন করায় সীতার যে আত্মত্যাগ তা বিবাহিত সম্বন্ধের মূল্যবোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যা বর্তমানে ক্রমবর্ধিত নৈমিত্তিক বিবাহ এবং যৌনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে।

৩) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপদে অনমনীয়ভাবে পাশে দাঁড়িয়ে থাকায় লক্ষ্মণের যে আত্মত্যাগ তা নিজেদের সম্পর্কের বন্ধনকে সুদৃঢ় করে এটি বর্তমানের ভ্রাতাগণের মধ্যে স্থাপিত অগভীর সম্পর্কের সমাধানরূপে কাজ করতে পারে।

৪) ভ্রাতার রাজ্য গ্রহণ করতে ভরতের দৃঢ় অস্বীকারের যে আত্মত্যাগ তা বর্তমান যুগের সন্তানদের মধ্যে অনেক উত্তরাধিকারের যুদ্ধের জন্য শিক্ষাস্বরূপ। বর্তমানে ধনী পিতা-মাতার জীবদ্দশাতেই অনেক সময় সন্তানরা লড়াই শুরু করে।

উৎসাহ, অনুকরণ নয়

এই প্রসঙ্গে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে ঃ 'যদি আমরা এই আত্মকেন্দ্রিকতার যুগে আত্মত্যাগ করি তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতে পারি।' এটি হওয়া সম্ভব। সেইজন্য রামায়ণের প্রধান চরিত্রগুলি আমাদের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে উৎসাহিত করে কিন্তু সেগুলি অনুকরণীয় নয়; তাদের আত্মত্যাগগুলি অনুকরণ না করে সেই আত্মত্যাগের নীতিগুলিকে স্মরণ করতে হবে। প্রকৃত জীবনে সম্বন্ধ এবং বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াকে বিবেচনায় রেখে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কিভাবে আমরা জীবনে এই আত্মত্যাগের শিক্ষাকে প্রয়োগ করব।

আমরা অনুভব করি বর্তমানে এই ত্যাগের ধারণা অপ্রযোজ্য। যে কোন জনপ্রিয় দলভিত্তিক খেলায় যেমন ক্রিকেট অথবা ফুটবলে আমরা দেখি আত্মকেন্দ্রিক খেলোয়াড়রা কখনও কখনও নিজস্ব কৃতিত্ব স্থাপনের জন্য দলের ক্ষতি করে, আবার কোন ত্যাগী খেলোয়াড় দলের জয়ের জন্য নিজস্ব কৃতিত্বকে সরিয়ে রাখে। যদি দলগত খেলাতে আত্মত্যাগ মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে তাহলে জীবনের সম্পর্কগুলি যা দলের মতোই অথচ আমাদের কাছে তার স্থায়িত্ব এবং গুরুত্ব অনেক বেশী সেখানে এই ত্যাগের ধারণা কত অপরিহার্য?

'আমরা' শব্দটিকে সংজ্ঞা দান করতে গিয়ে যদি দেখা যায় আত্মত্যাগের বাণী যা মানব সম্পর্ককে গভীরত্ব এবং পূর্ণতা প্রদান করে সেটিই একমাত্র বস্তু যা রামায়ণ বর্তমান পৃথিবীকে দিতে পারে, সেক্ষেত্রে এই বাণী স্বয়ং অত্যন্ত মহত্ত্বপূর্ণ। কিন্তু রামায়ণের প্রদত্ত বস্তু আরও অধিক মহৎ।

রামায়ণের প্রধান নায়ক কোন মানব চরিত্র নয়, ভগবান স্বয়ং। রাম হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবানের এক অবতার, যিনি মানবরূপে অবতরণ করেছেন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র এবং তাঁর পার্ষদদের মধ্যে সম্পর্কটি ভগবান এবং তাঁর দাসবৃন্দের অন্তর্বর্তী সম্পর্কেরই দৃষ্টান্ত, যা সর্বোত্তম মানব সম্বন্ধের থেকে অনেক অনেক অধিক দৃঢ়। সকল মানব সম্বন্ধ যা যত পূর্ণতাই পাক না কেন পরিশেষে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দ্বারা ছিন্ন হয়। কিন্তু মানব-ভগবান সম্বন্ধ যা নিত্য আত্মা এবং ভগবানের অন্তর্বর্তী পারমার্থিক সম্বন্ধ তা সর্বদাই নিত্য অক্ষয় এবং পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে ওঠে।

পরমেশ্বর ভগবান পূর্ণরূপে এবং নিত্য ষড় ঐশ্বর্য যথা সৌন্দর্য, জ্ঞান, বীর্ষ, ঐশ্বর্য, যশ এবং বৈরাগ্যের অধীশ্বর, যার ভগ্নাংশও যদি অল্প সময়ের জন্য কোন জাগতিক লোকের মধ্যে থাকে, তাও আমাদের হৃদয়কে তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উল্লেখ করছেন যে, জড় জাগতিক মানুষের মধ্যে সকল আকর্ষণীয় গুণগুলিই তাঁর থেকে উৎসারিত হয়, 'ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন ও বল প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সবই আমার তেজাংশসম্ভূত বলে জানবে।' (ভগবদ্গীতা ১০। ৪১) যেমন প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ থেকে অধিক উষ্ণতা প্রদান করে, পরমেশ্বর ভগবানও যে কোন জড়জাগতিক মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রেম আমাদের হৃদয়ে জাগরিত করতে পারেন।

বস্তুতঃ আমাদের পরম পূর্ণতা এবং সর্বোচ্চ উষ্ণতা প্রদান করার জন্যই ভগবান বিভিন্ন অবতারে অবতীর্ণ হন। ভগবদ্গীতায় (৪।৯) উল্লেখিত হয়েছে যে, যখন আমরা ভগবানের দিব্য জন্ম ও কর্ম যথাযথভাবে জানতে পারব, ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের হৃদয়জুড়ে যে অনুপম প্রেমের আদান প্রদান তা উপলব্ধি করতে পারব, তখন আমাদের হৃদয়েও অনুরূপ প্রেমের সম্পর্কের জন্য অভিলাষ জাগরিত হবে। সেই অভিলাষ পূর্ণতা পেয়ে আমাদের ভগবৎধাম প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে যেখানে নিত্য তাঁর সঙ্গে আনন্দ আস্বাদন করব।

অন্য সকল সম্বন্ধের মধ্যে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনেও কিছু ত্যাগ স্বীকার এবং প্রতিশ্রুতির ভূমিকা রয়েছে। যদি আমরা এই বিশেষ বিষয়টি বিস্মৃত হই তাহলে আমরা শুদ্ধ পারমার্থিক জীবনকে অন্তসারশূন্য আচার সর্বস্বতা বা বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিকতার 'ফিল-গুড' আবেগ সর্বস্বতা বা অন্য কোন ছদ্ম আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এক করে ফেলব। রামায়ণে ভগবৎসেবায় ত্যাগের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সাধারণ এবং অসাধারণ চরিত্র চিত্রায়ণের মাধ্যমে যারা নিজস্ব আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ভগবানের সঙ্গে গভীর ভক্তিপূর্ণ সম্বন্ধ প্রাপ্ত করেছেন।

বর্তমান যুগের নিরিখে রামায়ণের নীতিগুলির পুনরাবৃত্তি

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের যুগে এক অভুতপূর্ব এবং অনুপম ত্যাগের প্রতিমূর্তি যখন তিনি উনসত্তর বছর বয়সে একাকী সমগ্র পৃথিবীতে পারমার্থিক জ্ঞান প্রচারের ভগবানের যে উদ্দেশ্য তা পূরন করার জন্য সাগর পার হয়ে গেলেন। এইরূপে তিনি দেখালেন কিভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য হনুমানের সেবার দৃষ্টান্ত আজও অনুসৃত হতে পারে। যেমনভাবে রাক্ষস পরিবৃত স্থানে সীতাকে হনুমান সন্ধান করেছিলেন, শ্রীল প্রভুপাদও জড় জাগতিক ভীড়ে পরমার্থ সন্ধানী মানুষের সন্ধান করেছেন।

রামায়ণের নিত্য যৌক্তিকতা আমাদের চেতনাকে 'আমি' থেকে 'আমরা'তে সম্প্রসারিত করার শক্তিতে লুকিয়ে রয়েছে এবং মানুষ - মানুষ সম্বন্ধ থেকে মুহূর্তের মধ্যে এই 'আমরা'র সংজ্ঞা মানুষ-ভগবান সম্পর্কে প্রসারিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বৃদ্ধ বয়স এবং তাঁর উদ্দেশ্যের আপাত যৌক্তিকতার অভাব আমাদের জটায়ুর আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই বৃদ্ধ পক্ষী রাবণকে সীতাহরণ থেকে নিরস্ত করতে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যও জটায়ুর মতো অসম্ভব ছিল। সর্বগ্রাসী বস্তুবাদ এবং ভোগসুখবাদ যা রাবণের প্রতীক তাকে আন্তরিক আত্মাদের যা সীতার প্রতীক তাদের গ্রাস করে ভগবানের ভক্তিপূর্ণ সেবা থেকে বিচ্যুত করা থেকে নিরস্ত করা। কিন্তু ভগবানের অপার করুণায় শ্রীল প্রভুপাদ সেই অবিশ্বাস্য শক্তির অধিকারী ছিলেন যার দ্বারা তিনি এই অসম্ভব উদ্দেশ্যকে অপ্রতিরোধ্য করেছিলেন। চৌদ্দবার অক্লান্তভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিভ্রমণ করে, সত্তরেরও বেশী গ্রন্থ রচনা করে, একশ আটটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শুধু ভক্ত মানুষদের জড় জাগতিক লোভ থেকে রক্ষা করেননি তিনি জড়বাদী মানুষদেরও ভক্তে পরিণত করেছেন।

আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এই প্রকার ভীষণ কার্যে অক্ষম হলেও আমরা নিজ নিজ ব্যক্তিগত ক্ষমতা অনুসারে ভগবানের কাজে সেবা নিবেদন করতে পারি, যেমনভাবে বানরেরা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত হয়েছিল। যদি আমরা ভগবৎ সেবায় আন্তরিকভাবে নিযুক্ত হই, আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের অন্তর্নিহিত অজ্ঞাত ক্ষমতার সন্ধান পাবে যেমন লঙ্কা গমনের জন্য লাফ দেওয়ার পূর্বে হনুমানের অবস্থা হয়েছিল। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ হনুমানের মতো ভগবানের সেবার জন্য অসাধারণও কিছু করতে ফেলতে পারেন।

সম্ভবতঃ অভ্যাসকারী ভক্তদের জন্য সর্বাধিক প্রযোজ্য দৃষ্টান্ত হলেন সীতা, যিনি ভগবান রামাচন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাবণের রাজ্যে বন্দী ছিলেন। আমরাও আমাদের হৃদয়ের ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাবণরূপী জড়বাদের হাতে বন্দী হয়ে জড়জাগতিক অস্তিত্বে আবদ্ধ হয়েছি। সীতা ভগবান রামচন্দ্রের প্রতি অদমনীয় ভক্তি প্রদর্শন করে দৃঢ়ভাবে রাবণের সর্বপ্রকার আসুরিক প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ভগবানের স্মরণ নিয়েছিলেন। সামাজিক চাপ থাকা সত্ত্বেও আমরাও ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করে মাংসাহার, জুয়াখেলা, নেশাদ্রব্য এবং অবৈধ যৌনসঙ্গ স্বরূপ সর্বপ্রকার আসুরিক আসক্তিকে বর্জন করতে পারি। সীতার দৃষ্টান্ত স্মরণ করে আমরাও এই সকল চাপ উপেক্ষা করার শক্তি সংগ্রহ করতে পারি। তাঁকে এই সকল লোভ ত্যাগ করায় মৃত্যুভয়ও দেখানো হয়েছিল তথাপি তিনি বর্জন করেন। আমাদের উপর সেইরকম চাপ অবশ্যই নেই। তাহলে কেন আমরা আসক্ত হব? আমরা সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদেরকে শক্তিশালী করে তুলব এবং অন্তত মহামন্ত্র জপের সময় একাগ্রচিত্তে ভগবানের স্মরণ করব।

যখন আমরা রামায়ণের কাহিনীর অন্তর্নিহিত এই সর্বযুগোপযোগী ভক্তিপূর্ণ নীতিগুলিকে উপলব্ধি করি, তখন আমরা আর এই কাহিনীগুলিকে শুধুমাত্র প্রাচীন ঐতিহাসিক কাহিনী এবং পৌরাণিক ধর্মীয় নীতিকাহিনী বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করব না; আমরা এগুলিকে নিত্যসত্য পারমার্থিক নীতির বিশুদ্ধ, নাটকীয় প্রদর্শন বলে চিহ্নিত করব, যা উৎসাহী মানুষকে যুগ-যুগান্ত ধরে মানুষের সর্বোচ্চ প্রাপ্তিতে উৎসাহিত করেছে এবং আমাদেরও সেই পরম প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করছে।

ঐতিহাসিক এ. এ. ম্যাকডোনাল এই কালজয়ী মহাকাব্য সম্বন্ধে বলেছেন ঃ 'সম্ভবত বিশ্ব সাহিত্যের অন্য কোন রচনাই রামায়ণের মতো মানুষের জীবন এবং চিন্তার ওপর এত ব্যাপক প্রভাব ফেলেনি।'

সংক্ষেপে, রামায়ণের নিত্য যৌক্তিকতা আমাদের চেতনাকে 'আমি' থেকে 'আমরা'তে সম্প্রসারিত করার শক্তিতে লুকিয়ে রয়েছে এবং মানুষ - মানুষ সম্বন্ধ থেকে মুহূর্তের মধ্যে এই 'আমরা'র সংজ্ঞা মানুষ-ভগবান সম্পর্কে প্রসারিত হয়।

ব্রজধাম দর্শন

সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

প্রেম সরোবর — বর্ষানা থেকে দুই কিলোমিটার উত্তর দিকে প্রেম সরোবর। পাশের গ্রামটির নাম গাজীপুর। ব্রহ্মযামল গ্রন্থে প্রেম সরোবরের মহিমা উল্লেখ রয়েছে।

ললিতা প্রেম সংভূতে প্রেমাখ্য সরসে নমঃ।
প্রেমপ্রদায় তীর্থায় কৌটিল্যপদ নাশক।।

'হে ললিতাদেবীর প্রেমে উৎপন্ন প্রেমসরোবর! হে প্রেমপ্রদানকারী তীর্থরাজ! আপনাকে প্রণতি নিবেদন করি। আপনি আমাদের কুটিলতা নাশ করে থাকেন।।'

একদিন ললিতাসখী রাধারানীকে সঙ্গে করে এই কেলিকদম্ব বৃক্ষে ঘেরা মনোরম উদ্যানে ভ্রমণ করছিলেন। শ্রীকৃষ্ণও মধুমঙ্গলের সঙ্গে এখানে এলেন। এই সখা-সখী তখন রাধাকৃষ্ণকে একটি সোনার সিংহাসনে বসালেন। রাধা ও কৃষ্ণ একে অন্যকে দর্শন করে আনন্দে বার্তালাপে মগ্ন। এমন সময় একটি ভ্রমর উড়ে এসে গুঞ্জন করতে করতে রাধারানীর গালে এসে পড়ছে, কানে এসে পড়ছে। তখন রাধারানী ভ্রমরকে দেখে ভয় পাচ্ছিলেন। কৃষ্ণ তখন বললেন, 'মধুমঙ্গল! ভ্রমরকে তাড়িয়ে দাও।' মধুমঙ্গল ভ্রমরকে দূর করে দিয়ে বললেন, 'মধুসূদন! ও চলে গেছে, এখানে আর নেই।' রাধিকা এই কথা শোনামাত্রই অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে কৃষ্ণের কোলে ঢলে পড়লেন। তাঁর চোখে অশ্রুধারা বইতে লাগলো। তিনি আর কৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। মধুসূদন এখানে নেই, চলে গেছে — এই কথাটি শুনেই রাধিকা কৃষ্ণবিরহে কাতর হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। প্রিয়তমের সঙ্গে থেকেও বিরহবিধুরা রাধার এরকম দশা দেখে কৃষ্ণ কাঁদতে লাগলেন। রাধার মহাভাব দশা অনুভব করে কৃষ্ণও মূর্ছিত হলেন। দুইজনে একই সঙ্গে থেকেও বিরহবিধুর চিত্তে মূর্ছিত হয়েছে দেখে ললিতা সখী ও মধুমঙ্গল সখা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে তাঁদেরকে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পাতার বাতাস করা, মাথায় জল দেওয়া প্রভৃতি চেষ্টা করতে লাগলেন। ললিতা বারংবার ডাকতে লাগলেন 'রাধে', মধুমঙ্গল বারংবার ডাকলেন 'কৃষ্ণ'। উভয়ের 'রাধে' 'কৃষ্ণ' ডাক শুনে শুকসারী পাখীরা এসে বারংবার চিৎকার করে 'রাধে' 'কৃষ্ণ' বলে ডাকাডাকি করে সেই বন মাতিয়ে দিল। আকাশ বাতাস 'রাধা কৃষ্ণ' নামে মুখরিত হলো।

রাধা ও কৃষ্ণের কর্ণকুহরে 'কৃষ্ণ' ও 'রাধে' ডাক প্রবেশ করতে লাগল। ধীরে ধীরে তাঁরা সুস্থ হয়ে উঠে পরস্পর পরস্পকে দর্শন করেন। কৃষ্ণ বারবার 'রাধা' উচ্চারণ করলেন

আর রাধিকা বারবার 'কৃষ্ণ' উচ্চারণ করতে লাগলেন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমাশ্রুতে এই সরোবর পূর্ণ হলো। সেই জন্য এই সরোবরের নাম প্রেম সরোবর।

শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য ও নরোত্তম দাস ঠাকুর ব্রজধাম দর্শন করতে এসে এই প্রেম সরোবরে আসেন।

এই প্রেম সরোবর দেখ শ্রীনিবাস।
এথা প্রেমবৈচিত্ত্য-ভাবের প্রকাশ।।
(ভক্তিরত্নাকর ৫। ৯২১)

রাধাকৃষ্ণ এখানে প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হলে এই স্থানের নাম প্রেমনিকুঞ্জ হয়। সরোবরের তটে প্রাচীন শ্রীপ্রেমবিহারী মন্দির দর্শনীয়। এছাড়াও শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির, সুদামা কুটীর, বল্লভাচার্যের বৈঠক, হনুমান মন্দির, গোপাল মন্দির, কদম্বখণ্ডী বন দর্শনীয়। এই সরোবরে একবার মাত্র স্নান করলে স্নানকারীর হৃদয়ে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

সঙ্কেত গ্রাম — বর্ষানা গ্রাম থেকে চার কিলোমিটার অর্থাৎ প্রেম সরোবরের থেকে দুই কিলোমিটার উত্তরদিকে সঙ্কেত গ্রাম। এটি বর্ষানা ও নন্দগ্রামের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে সখীদের পক্ষ থেকে ললিতা রাধিকাকে এবং সখাদের পক্ষ থেকে সুবল কৃষ্ণকে সঙ্কেত মাধ্যমে নিয়ে এসে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিয়েছিলেন। তাই এই স্থানের নাম সঙ্কেত গ্রাম হয়েছে। এই গ্রামে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপবেশন স্থান, গোপাল ভট্ট গোস্বামীর ভজন কুটির, সঙ্কেত বিহারী মন্দির, রাসমণ্ডল বেদী ও ঝুলন বেদী, কৃষ্ণকুণ্ড ও প্রাচীন বটবৃক্ষ দর্শনীয়।

এই সঙ্কেত কুঞ্জে সখী সঙ্কেত করিয়া।
রাই-কানু দোঁহারে আনেন যত্ন পাইয়া।।
অলক্ষিত প্রথম গমন শুভক্ষণে।
পূর্বরাগে সঙ্ক্ষেপ-মিলন এইখানে।।
(ভক্তিরত্নাকর ৫। ৯২৪)

বিহ্বল কুণ্ড — বর্ষানা নন্দগ্রাম সড়কের পূর্বপাশে সঙ্কেত গ্রামের অগ্নিকোণে বিহ্বল কুণ্ড রয়েছে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ 'রাধা' নাম শুনতে শুনতে এখানে বিহ্বল হয়েছিলেন। তাই এই স্থানের নাম বিহ্বল এবং কৃষ্ণের নয়নধারায় প্রবাহিত কুণ্ডের নাম বিহ্বল কুণ্ড।

দেখহ বিহ্বলকুণ্ড — শ্রীকৃষ্ণ এথাতে।
হইলা বিহ্বল রাধা নাম শ্রবণেতে।।
(ভক্তিরত্নাকর ৫। ৯২২)

বিহ্বল কুণ্ডের চারদিকে বিভিন্ন গাছপালা। ময়ূর-ময়ূরী, শুক-সারী প্রভৃতি পাখীর কুজনে এই নির্জন স্থান সর্বদা মুখরিত থাকে। একদিন কৃষ্ণ সুবল সখার সঙ্গে এই স্থানে এসে বনের শোভা দর্শন করে সানন্দে বসেছিলেন। সেই সময় একটি সারী পাখি গাছের ডালে বসে মনের আনন্দে রাধিকার গুণগান করছিল। তার মুখে বারবার রাধা নাম শুনে কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বলিত হলেন। প্রেম বিহ্বল চিত্ত কৃষ্ণের শরীরে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি প্রকাশিত হলো। তিনি যেদিকে তাকালেন সেদিকেই রাধামূর্তি ফুটে উঠছিল, আর সেইদিকে 'হে রাধে' বলে দৌড়ে যেতে উদ্যত হচ্ছিলেন। রাধানাথের এরকম অবস্থা দেখে সুবল সারিকার প্রতি আক্ষেপ করে বলতে লাগলেন— ওহে সারী, অসময়ে রাধানাম করে অনর্থ ঘটিয়েছ। শিগ্‌গীর রাধিকারে নিয়ে এসো কাছে। সারী বলল, কৃষ্ণকে তুমি স্থির করো। সখী সাথে রাধিকা আসছে এখানে।

একদিন কৃষ্ণ সুবল সখার সঙ্গে এই স্থানে এসে বনের শোভা দর্শন করে সানন্দে বসেছিলেন। সেই সময় একটি সারী পাখি গাছের ডালে বসে মনের আনন্দে রাধিকার গুণগান করছিল। তার মুখে বারবার রাধা নাম শুনে কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বলিত হলেন। প্রেম বিহ্বল চিত্ত কৃষ্ণের শরীরে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি প্রকাশিত হলো।

রিঠোর — সঙ্কেত গ্রামের দেড় মাইল পশ্চিমদিকে। রিঠোর বৃষভানু মহারাজের বড়ভাই চন্দ্রভানুর গ্রাম। রিঠোর গ্রামে চন্দ্রাবলীর জন্মস্থান। এই চন্দ্রাবলীর বাবা চন্দ্রভানু এবং মা বিন্দুমতী। এই চন্দ্রাবলী রাধারানীর প্রতিপক্ষা যুথেশ্বরী।

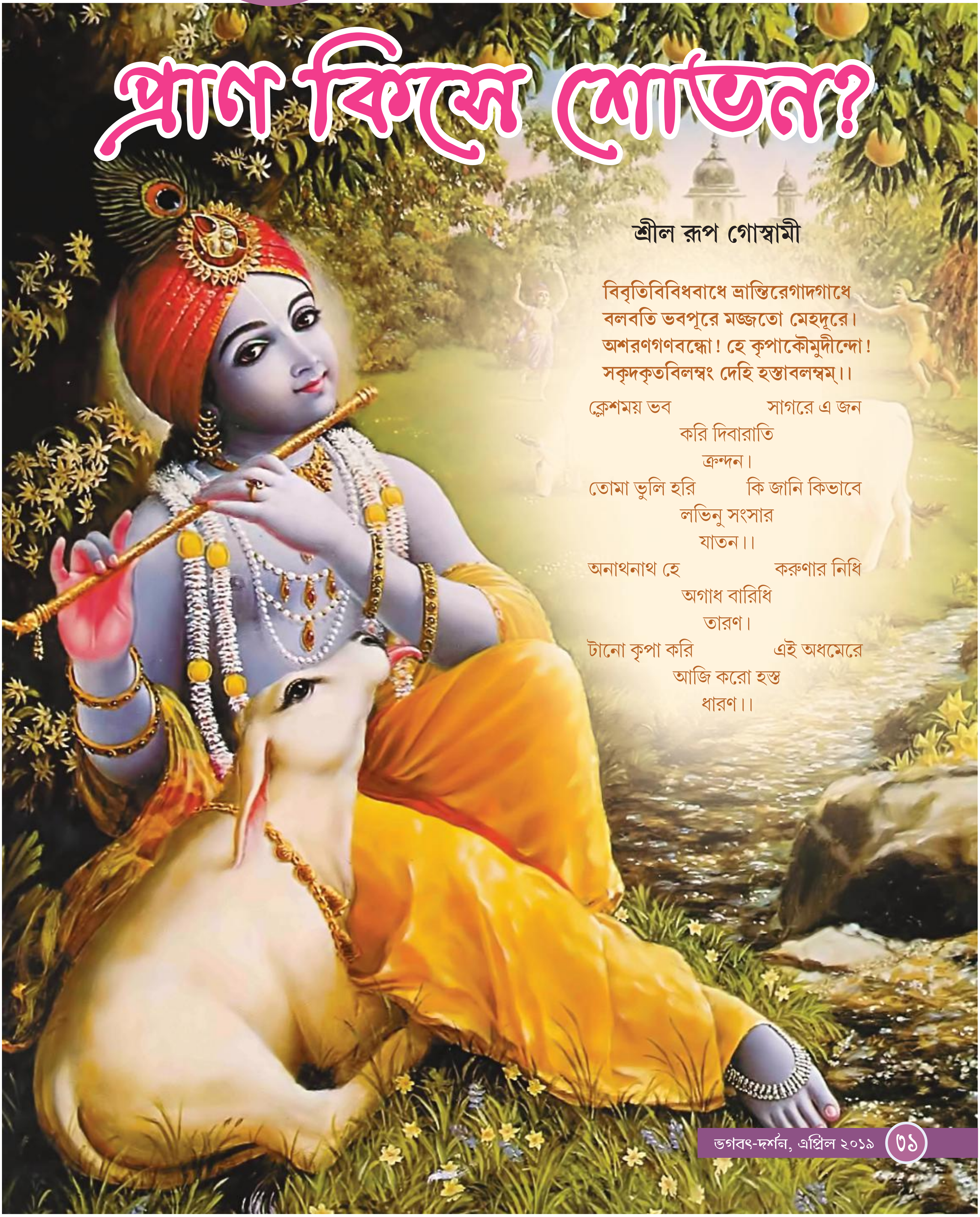

প্রাণ কিসে শোভন?

শ্রীল রূপ গোস্বামী

বিবৃতিবিবিধবাধে ভ্রান্তিরেগাদগাধে
বলবতি ভবপূরে মজ্জতো মেহদূরে।
অশরণগণবন্ধো! হে কৃপাকৌমুদীন্দো!
সকৃদকৃতবিলম্বং দেহি হস্তাবলম্বম্।।

ক্লেশময় ভব সাগরে এ জন
করি দিবারাতি
ক্রন্দন।
তোমা ভুলি হরি কি জানি কিভাবে
লভিনু সংসার
যাতন।।
অনাথনাথ হে করুণার নিধি
অগাধ বারিধি
তারণ।
টানো কৃপা করি এই অধমেরে
আজি করো হস্ত
ধারণ।।

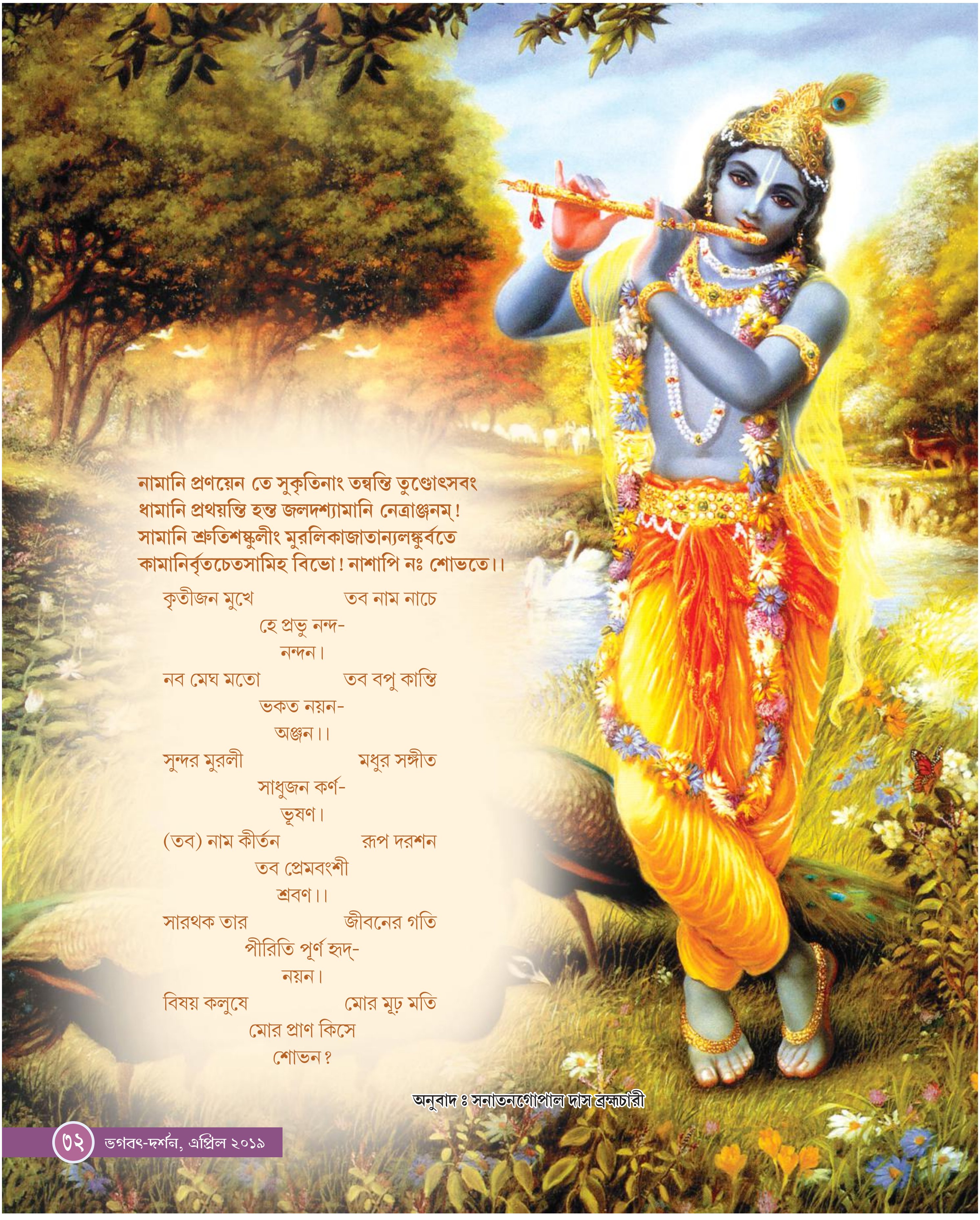

নামানি প্রণয়েন তে সুকৃতিনাং তন্বন্তি তুণ্ডোৎসবং
ধামানি প্রথয়ন্তি হন্ত জলদশ্যামানি নেত্রাঞ্জনম্!
সামানি শ্রুতিশষ্কুলীং মুরলিকাজাতান্যলঙ্কুর্বতে
কামানির্বৃতচেতসামিহ বিভো! নাশাপি নঃ শোভতে।।

কৃতীজন মুখে তব নাম নাচে
হে প্রভু নন্দ-
নন্দন।
নব মেঘ মতো তব বপু কান্তি
ভকত নয়ন-
অঞ্জন।।
সুন্দর মুরলী মধুর সঙ্গীত
সাধুজন কর্ণ-
ভূষণ।
(তব) নাম কীর্তন রূপ দরশন
তব প্রেমবংশী
শ্রবণ।।
সারথক তার জীবনের গতি
পীরিতি পূর্ণ হৃদ্-
নয়ন।
বিষয় কলুষে মোর মূঢ় মতি
মোর প্রাণ কিসে
শোভন?

অনুবাদ ঃ সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী